ত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের কার্যকলাপ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

যে ত্বয়াভিহিতা ব্রহ্মন্ সুতাঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
তে রুদ্রগীতেন হরিং সিদ্ধিমাপুঃ প্রতোষ্য কাম্ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **যে**—যাঁরা; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিহিতাঃ**—কথিত হয়েছে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **প্রাচীনবর্হিষঃ**—রাজা প্রাচীনবর্হির; **তে**—তাঁরা সকলে; **রুদ্র-গীতেন**—মহাদেব রচিত সঙ্গীতের দ্বারা; **হরিম্**—ভগবান; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **আপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **প্রতোষ্য**—সন্তুষ্ট করে; **কাম্**—কি।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ! পূর্বে আপনি প্রাচীনবর্হির পুত্রদের কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন যে, তাঁরা রুদ্রগীত নামক স্তোত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা কি লাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষি প্রথমে প্রাচীনবর্হির পুত্রদের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছিলেন। তাঁরা সমুদ্রের মতো বিশাল একটি সরোবরের তীরে গিয়েছিলেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে মহাদেবের দর্শন লাভ করে তাঁর কাছ থেকে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, কিভাবে শিব রচিত রুদ্রগীত নামক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়। তারপর নারদ মুনি কিভাবে পুরঞ্জনের রূপক আখ্যানের দ্বারা কৃপাপূর্বক প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে তাঁর সকাম কর্মের আসক্তি ছিন্ন করেছিলেন, তার

বর্ণনা করা হয়েছে। এখন বিদুর পুনরায় প্রাচীনবর্হির পুত্রদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। ভগবানের প্রসন্নতাবিধান করার ফলে তাঁরা কি লাভ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন। এখানে *সিদ্ধিম্ আপুঃ* পদটি অর্থাৎ 'সিদ্ধিলাভ করেছিলেন', অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) ভগবান বলেছেন, *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—লক্ষ-লক্ষ মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী হন। পরম সিদ্ধি সম্বন্ধে উল্লেখ করে *ভগবদ্গীতাতেও* (৮/১৫) বলা হয়েছে—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পর ভক্তিযোগী মহাত্মাগণ দুঃখ-দুর্দশায় মগ্ন এই অনিত্য জড় জগতে ফিরে আসেন না, কারণ তাঁরা পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন।" আর এই পরম সিদ্ধি কি? সেই কথাও এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যার ফলে জীবকে আর এই জড় জগতে ফিরে এসে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয় না। শিবের কৃপায় প্রচেতারা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং জড়-জাগতিক সুখ-সুবিধা পূর্ণরূপে উপভোগ করার পর, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। মৈত্রেয় ঋষি সেই কথা এখন বিদুরের কাছে বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২

কিং বার্হস্পত্যেহ পরত্র বাথ
কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ববর্তিনঃ ।
আসাদ্য দেবং গিরিশং যদৃচ্ছয়া
প্রাপুঃ পরং নূনমথ প্রচেতসঃ ॥ ২ ॥

কিম্—কি; **বার্হস্পত্য**—হে বৃহস্পতির শিষ্য; **ইহ**—এখানে; **পরত্র**—অন্যান্য গ্রহলোকে; **বা**—অথবা; **অথ**—এই প্রকার; **কৈবল্য-নাথ**—মুক্তি প্রদানকারী; **প্রিয়**—প্রিয়; **পার্শ্ব-বর্তিনঃ**—পার্শ্ববর্তী হয়ে; **আসাদ্য**—সাক্ষাৎ করার পর; **দেবম্**—মহান দেবতা; **গিরিশম্**—কৈলাস পর্বতের অধিপতি; **যদৃচ্ছয়া**—ভাগ্যক্রমে; **প্রাপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **পরম্**—পরম; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **অথ**—অতএব; **প্রচেতসঃ**—বর্হিষতের পুত্রগণ।

অনুবাদ

হে বার্হস্পত্য! রাজা বর্হিষতের প্রচেতা নামক পুত্রগণ ভগবানের প্রিয় পার্ষদ এবং মুক্তিদাতা মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করার পর, কি লাভ করেছিলেন? নিশ্চিতভাবে তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু তা ছাড়া, এই জড় জগতে, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে তাঁরা কি ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

সর্বপ্রকার জড় সুখ এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে, এই লোকে অথবা অন্য লোকে লাভ করা যায়। জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে অনেক যোনিতে এবং অনেক লোকে ভ্রমণ করছে। জীবনকালে প্রাপ্ত সুখ ও দুঃখকে *ইহ* বলা হয়, এবং পরবর্তী জীবনের সুখ ও দুঃখকে বলা হয় *পরত্র*।

প্রকৃতপক্ষে, শিব হচ্ছেন এই জগতের একজন মহান দেবতা। সাধারণত তাঁর আশীর্বাদের ফলে মানুষ জড়-জাগতিক সুখ প্রাপ্ত হয়। এই জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন দুর্গাদেবী, এবং তিনি মহাদেব বা গিরিশের অধীন। মানুষ সাধারণত জড়-জাগতিক সুখ লাভের জন্য গিরিশের ভক্ত হতে চায়, কিন্তু প্রচেতারা ভাগ্যক্রমে মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। মহাদেব তাঁদের পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং ভগবানের প্রার্থনা করার মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিবের দ্বারা বিষ্ণুর স্তুতি (রুদ্রগীত) কীর্তন করার ফলে, প্রচেতারা চিৎ-জগতে ফিরে গিয়েছিলেন। কখনও কখনও ভক্তরা জড়-সুখ ভোগ করতে চান; তাই চিৎ-জগতে প্রবেশ করার পূর্বে, ভগবানের আয়োজনে তাঁরা জড় জগতে সুখভোগ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ভক্ত কখনও কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হন, এবং সেখান থেকে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সিদ্ধলোক ইত্যাদিতে গমন করেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও কোন প্রকার জড়-জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত তাই সরাসরিভাবে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন, এখানে যা *পরম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে বিদুর বৃহস্পতির শিষ্য মৈত্রেয়ের কাছে প্রচেতাদের বিভিন্ন প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ৩

মৈত্রেয় উবাচ

প্রচেতসোঽন্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ ।
জপযজ্ঞেন তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **অন্তঃ**—অভ্যন্তরে; **উদধৌ**—সমুদ্রের; **পিতুঃ**—তাঁদের পিতার; **আদেশ-কারিণঃ**—আজ্ঞাকারী; **জপ-যজ্ঞেন**—মন্ত্রজপের দ্বারা; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **পুরম্-জনম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অতোষয়ন্**—সন্তুষ্ট করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণ তাঁদের পিতার আদেশ পালন করার জন্য সমুদ্রগর্ভে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব প্রদত্ত মন্ত্র জপের দ্বারা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

সরাসরিভাবে ভগবানের প্রার্থনা করা যায়, কিন্তু কেউ যদি শিব, ব্রহ্মাদি মহান ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করেন, অথবা মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। যেমন আমরা কখনও কখনও *ব্রহ্মসংহিতার* (৫/২৯) এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করি—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি চিন্তামণির দ্বারা রচিত এবং লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবৃত তাঁর ধামে সুরভি গাভীদের পালন করেন। শত-সহস্র লক্ষ্মীরা বা গোপীগণ সর্বদা অত্যন্ত সম্ভ্রম এবং অনুরাগ সহকারে তাঁর সেবা করেন।" যেহেতু এই প্রার্থনা ব্রহ্মার দ্বারা নিবেদিত, তাই আমরা তা আবৃত্তি করি, তাঁকে অনুসরণ করি। ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের এটি হচ্ছে সবচাইতে সরল উপায়। শুদ্ধ ভক্ত কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যাওয়ার প্রয়াস করেন না। ভগবানের আরাধনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিধি হচ্ছে ভক্ত-পরম্পরার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। দেবাদিদেব মহাদেব ভগবানকে যে প্রার্থনা করেছিলেন, প্রচেতারা সেই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করে ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানে সফল হয়েছিলেন।

এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে *পুরঞ্জন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্বাচার্যের মতে, জীবকে *পুরঞ্জন* বলা হয়, কারণ সে এই জড় জগতের অধিবাসী হয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে এই জড় জগতে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ (*পুর*) সৃষ্টি করেন, এবং তিনি তার মধ্যে প্রবেশও করেন। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্।* ভগবান জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেন; তাই জীব এবং ভগবান উভয়কেই *পুরঞ্জন* বলা হয়। এক *পুরঞ্জন* জীব পরম *পুরঞ্জনের* নিয়ন্ত্রণাধীন; তাই নিয়ন্ত্রণাধীন *পুরঞ্জনের* কর্তব্য হচ্ছে পরম *পুরঞ্জনের* প্রসন্নতা-বিধান করা। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। রুদ্র বা শিব হচ্ছেন *রুদ্র-সম্প্রদায়* নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল আচার্য। *রুদ্রগীতেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, *রুদ্র-সম্প্রদায়ের* প্রচেতারা পারমার্থিক সাফল্য লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

দশবর্ষসহস্রান্তে পুরুষস্তু সনাতনঃ ।
তেষামাবিরভূৎকৃচ্ছ্রং শান্তেন শময়ন্ রুচা ॥ ৪ ॥

দশ-বর্ষ-সহস্র-অন্তে—দশ হাজার বছর পর; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **তু**—তারপর; **সনাতনঃ**—শাশ্বত; **তেষাম্**—প্রচেতাদের; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কৃচ্ছ্রম্**—কঠোর তপস্যা; **শান্তেন**—সন্তুষ্ট করে; **শময়ন্**—প্রশমিত করে; **রুচা**—তাঁর সৌন্দর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

প্রচেতারা দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের পুরস্কৃত করার জন্য তাঁর অত্যন্ত মনোহর রূপে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার ফলে প্রচেতাদের তপক্লেশ প্রশমিত হয়েছিল, এবং তাঁরা তাঁদের তপস্যা সার্থক হয়েছে বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করা সহজ নয়। তবুও পারমার্থিক উন্নতি লাভের ঐকান্তিক প্রয়াসী ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য এইভাবে তপস্যা করেন। সেই সময়, যখন মানুষের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল, তখন তাঁরা হাজার-

হাজার বছর ধরে তপস্যা করতে পারতেন। বলা হয় যে *রামায়ণের* রচয়িতা বাল্মীকি ষাট হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। প্রচেতাদের তপস্যায় পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর মনোহর রূপ নিয়ে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁদের কঠোর তপস্যার ক্লেশ বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করার পর কেউ যখন সফল হয়, তখন সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। তেমনই ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই তাঁদের সমস্ত পরিশ্রম এবং তপশ্চর্যার ক্লেশ বিস্মৃত হন। ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন পাঁচ বছর বয়স্ক একটি বালক, তবুও তিনি কেবল বনের শুকনো পাতা খেয়ে, জলপান করে এবং অবশেষে কিছু না খেয়েও কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে ছয় মাস পর, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যখন ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত তপক্লেশ বিস্মৃত হয়ে তিনি বলেছিলেন, *স্বামীন্ কৃতার্থোঽস্মি*—"হে প্রভু! আমি অত্যন্ত কৃতার্থ হয়েছি।"

এই প্রকার তপস্যা সত্যযুগ, দ্বাপরযুগ এবং ত্রেতাযুগেই সম্ভব ছিল, এই কলিযুগে তা সম্ভব নয়। কলিযুগে, কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, একই ফল লাভ করা যায়। যেহেতু এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত পতিত, তাই ভগবান কৃপাপূর্বক তাদের সবচাইতে সরল পন্থা প্রদান করেছেন। কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে যে-কেউ একই ফল লাভ করতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে-কথা ইঙ্গিত করে গেছেন, আমরা এতই দুর্ভাগা যে, এই মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তনে আমাদের কোন রুচি নেই।

শ্লোক ৫

সুপর্ণস্কন্ধমারূঢ়ো মেরুশৃঙ্গমিবাম্বুদঃ ।
পীতবাসা মণিগ্রীবঃ কুর্বন্ বিতিমিরা দিশঃ ॥ ৫ ॥

সুপর্ণ—ভগবানের বাহন গরুড়; **স্কন্ধম্**—কাঁধে; **আরূঢ়ঃ**—আসীন; **মেরু**—মেরু নামক পর্বতের; **শৃঙ্গম্**—শৃঙ্গে; **ইব**—সদৃশ; **অম্বুদঃ**—মেঘ; **পীত-বাসাঃ**—পীত বসন পরিহিত; **মণি-গ্রীবঃ**—কৌস্তুভ মণির দ্বারা সুশোভিত কণ্ঠ; **কুর্বন্**—করে; **বিতিমিরাঃ**—অন্ধকার থেকে মুক্ত; **দিশঃ**—সর্বদিক।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তখন গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করে সুমেরু-শিখরলগ্ন মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। ভগবানের দিব্য শরীর অত্যন্ত মনোহর পীত বসনে আচ্ছাদিত ছিল, এবং তাঁর গলদেশ কৌস্তুভ-মণির দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল।

তাৎপর্য

চৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ২২/৩১) উল্লেখ করা হয়েছে—

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তার ফলে যেখানেই ভগবান উপস্থিত থাকেন, সেখানে অন্ধকার বা অবিদ্যা থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয় সূর্যের দ্বারা, কিন্তু সূর্য এবং চন্দ্র কেবলমাত্র ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা প্রতিফলিত করে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৮) ভগবান বলেছেন, *প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ*—"আমি সূর্য এবং চন্দ্রের প্রভা।" মূল কথা হচ্ছে যে, সমস্ত জীবনের উৎস হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি।* ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার দ্বারা আলোকিত হওয়ার ফলে সবকিছু অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৬

কাশিষ্ণুনা কনকবর্ণবিভূষণেন
ভ্রাজৎকপোলবদনো বিলসৎকিরীটঃ ।
অষ্টায়ুধৈরনুচরৈর্মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈ-
রাসেবিতো গরুড়কিন্নরগীতকীর্তিঃ ॥ ৬ ॥

কাশিষ্ণুনা—প্রকাশমান; **কনক**—স্বর্ণ; **বর্ণ**—বর্ণ; **বিভূষণেন**—অলঙ্কারের দ্বারা; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **কপোল**—কপোল; **বদনঃ**—মুখমণ্ডল; **বিলসৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীটঃ**—মুকুট; **অষ্ট**—আট; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **অনুচরৈঃ**—অনুচরদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মুনিগণ দ্বারা; **সুর-ইন্দ্রৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **আসেবিতঃ**—সেবিত; **গরুড়**—গরুড়ের দ্বারা; **কিন্নর**—কিন্নর; **গীত**—গেয়েছিলেন; **কীর্তিঃ**—তাঁর মহিমা।

অনুবাদ

ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর মস্তক অতি উজ্জ্বল মুকুট এবং স্বর্ণ অলংকারে বিভূষিত ছিল। তাঁর মুকুটটি উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করছিল এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর আট হাতে আট প্রকার অস্ত্র। তিনি দেববৃন্দ, মুনিগণ এবং অন্যান্য পার্ষদদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের বাহন গরুড় তাঁর পক্ষধ্বনির দ্বারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন। গরুড়কে তখন ঠিক কিন্নরের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

সাধারণত বিষ্ণুর রূপ হচ্ছে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী চতুর্ভুজ। কিন্তু এখানে বিষ্ণুকে অষ্ট আয়ুধধারী অষ্টভুজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বীররাঘব আচার্যের মতে, শঙ্খ এবং পদ্মও অস্ত্র। ভগবান যেহেতু পরম নিয়ন্তা, তাই তিনি তাঁর হাতে যাই ধারণ করেন, তাকেই আয়ুধ বলে মনে করা যেতে পারে। তাঁর চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এবং অন্য চার হাতে ছিল ধনুক, বাণ, ত্রিশূল এবং সর্প। শ্রীবীররাঘব আচার্যের বর্ণনা অনুসারে, অষ্ট আয়ুধ হচ্ছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ, শর, ইত্যাদি।

রাজার সঙ্গে যেমন তাঁর মন্ত্রী, সচিব, সেনাপতি আদি পার্ষদেরা সর্বদাই থাকেন, ভগবান বিষ্ণুও তেমন দেবতা, ঋষি, মহাত্মাদি অনুচরদের দ্বারা পরিবৃত থাকেন। তিনি কখনই একলা থাকেন না। তার ফলে ভগবানের নির্বিশেষ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবান, এবং তাঁর পার্ষদেরাও পুরুষ। এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, গরুড় হচ্ছেন কিন্নরলোকের অধিবাসী। কিন্নরদের আকৃতি গরুড়ের মতো। তাঁদের দেহ মানুষের মতো কিন্তু তাঁদের পাখা রয়েছে। *গীতকীর্তিঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কিন্নরেরা ভগবানের মহিমা কীর্তনে অত্যন্ত নিপুণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—*জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।* প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার গ্রহলোক রয়েছে, এবং প্রতিটি গ্রহলোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই শ্লোকের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, কিন্নরলোকের অধিবাসীরা তাঁদের পাখার সাহায্যে উড়তে পারেন। সিদ্ধলোক নামেও একটি গ্রহলোক রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা পাখা ছাড়াই উড়তে পারে। এইভাবে প্রত্যেক গ্রহলোকের কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক সুবিধা রয়েছে। সেইটিই হচ্ছে ভগবানের বিবিধ সৃষ্টির সৌন্দর্য।

শ্লোক ৭

পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা
স্পর্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ ।
বর্হিষ্মতঃ পুরুষ আহসুতান্ প্রপন্নান্
পর্জন্যনাদরুতয়া সঘৃণাবলোকঃ ॥ ৭ ॥

পীন—বলিষ্ঠ; **আয়ত**—দীর্ঘ; **অষ্ট**—আট; **ভুজ**—বাহু; **মণ্ডল**—বেষ্টন; **মধ্য**—মধ্যে; **লক্ষ্ম্যা**—লক্ষ্মীদেবী সহ; **স্পর্ধৎ**—স্পর্ধা করে; **শ্রিয়া**—যাঁর সৌন্দর্য; **পরিবৃতঃ**—পরিবৃত; **বন-মালয়া**—ফুলের মালায়; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ ভগবান; **বর্হিষ্মতঃ**—রাজা প্রাচীনবর্হির; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আহ**—সম্বোধন করেছিলেন; **সুতান্**—পুত্রদের; **প্রপন্নান্**—শরণাগত; **পর্জন্য**—মেঘের মতো; **নাদ**—ধ্বনি; **রুতয়া**—বাণীর দ্বারা; **স-ঘৃণ**—কৃপাপূর্বক; **অবলোকঃ**—দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

ভগবানের গলদেশের বনমালা তাঁর জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। মালার দ্বারা শোভিত তাঁর আটটি বলিষ্ঠ ও আয়ত বাহু লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকে স্পর্ধা করছিল। করুণায়ত দৃষ্টির দ্বারা অবলোকন করে ভগবান তাঁর অত্যন্ত শরণাগত মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্রদের জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আদ্যঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং ব্রহ্মেরও উৎস। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—পরম সত্যের মূল নির্বিশেষ ব্রহ্ম নয়, আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন এইভাবে—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

"আপনি হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম সত্য এবং সনাতন দিব্য পুরুষ। আপনি হচ্ছেন আদি দেব, অজ এবং সর্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য।"

(*ভগবদ্গীতা* ১০/১২)

ব্রহ্মসংহিতাতেও বলা হয়েছে *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*—"পরমেশ্বর ভগবান অনাদি, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।" *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—"পরম সত্য থেকেই সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে।" পরম সত্যকে *আদি পুরুষ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব পরম সত্য সবিশেষ পুরুষ, নির্বিশেষ নিরাকার নন।

শ্লোক ৮

শ্রীভগবানুবাচ

বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো যূয়ং মে নৃপনন্দনাঃ ।
সৌহার্দেনাপৃথগ্ধর্মাস্তুষ্টোঽহং সৌহৃদেন বঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বরম্**—বর; **বৃণীধ্বম্**—প্রার্থনা কর; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **বঃ**—তোমাদের; **যূয়ম্**—তোমরা; **মে**—আমার কাছ থেকে; **নৃপ-নন্দনাঃ**—হে রাজপুত্রগণ; **সৌহার্দেন**—বন্ধুত্বের দ্বারা; **অপৃথক্**—অভিন্ন; **ধর্মাঃ**—বৃত্তি; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন; **অহম্**—আমি; **সৌহৃদেন**—বন্ধুত্বের দ্বারা; **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা সকলেই একই ধর্ম—ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত। তোমাদের সৌহার্দ্য দর্শন করে আমি এত প্রসন্ন হয়েছি যে, আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। এখন তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

তাৎপর্য

যেহেতু রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রেরা সকলেই কৃষ্ণভাবনায় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, তাই ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা প্রাচীনবর্হিষতের প্রতিটি পুত্রই স্বতন্ত্র জীবাত্মা, কিন্তু তাঁরা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অথবা ভগবানের সেবা করার জন্য যখন জীবাত্মারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন সেটিই হচ্ছে প্রকৃত ঐক্য। জড় জগতে এই প্রকার ঐক্য সম্ভব নয়। মানুষ আপাতদৃষ্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তাদের সকলেরই স্বার্থ ভিন্ন। যেমন, রাষ্ট্রসংঘে সব কটি রাষ্ট্রেরই ভিন্ন স্বার্থ

রয়েছে, এবং তার ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। এই জড় জগতে জীবের অনৈক্য এতই প্রবল যে, কৃষ্ণভক্তের সমাজেও কখনও কখনও ভিন্ন মত এবং জড় বিষয়ের প্রতি প্রবণতার ফলে, সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তিতে কখনও দুটি মত থাকতে পারে না। সেখানে উদ্দেশ্য কেবল একটি—যথাসাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। যদি সেবা নিয়ে মতভেদ হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই মতভেদ চিন্ময়। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কোন পরিস্থিতিতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তাঁর ভক্তদের সব রকম বর প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, যা এই শ্লোকে সূচিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান তৎক্ষণাৎ রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রদের সমস্ত বর দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ৯

যোঽনুস্মরতি সন্ধ্যায়াং যুষ্মাননুদিনং নরঃ ।
তস্য ভ্রাতৃষ্বাত্মসাম্যং তথা ভূতেষু সৌহৃদম্ ॥ ৯ ॥

যঃ—যিনি; **অনুস্মরতি**—সর্বদা স্মরণ করেন; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যাকালে; **যুষ্মান্**—তোমাদের; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **নরঃ**—মানুষ; **তস্য ভ্রাতৃষু**—তাদের ভ্রাতাদের প্রতি; **আত্ম-সাম্যম্**—আত্মসম জ্ঞান; **তথা**—এবং; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবদের প্রতি; **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যারা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদের স্মরণ করবে, তারা তাদের ভ্রাতাদের প্রতি এবং সমস্ত জীবদের প্রতি সৌহার্দ্য-পরায়ণ হবে।

শ্লোক ১০

যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ ।
স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাং চ শোভনাম্ ॥ ১০ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **মাম্**—আমাকে; **রুদ্র-গীতেন**—রুদ্রগীতের দ্বারা; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলা; **প্রাতঃ**—প্রভাতে; **সমাহিতাঃ**—একাগ্রচিত্তে; **স্তুবন্তি**—স্তব করে; **অহম্**—আমি; **কাম-বরান্**—সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার আশীর্বাদ; **দাস্যে**—প্রদান করব; **প্রজ্ঞাম্**—বুদ্ধি; **চ**—ও; **শোভনাম্**—দিব্য।

অনুবাদ

যারা একাগ্রচিত্তে সকালে এবং সন্ধ্যায় রুদ্রগীতের দ্বারা আমার স্তব করবে, আমি তাদের অভিলষিত বর প্রদান করি। এইভাবে তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে এবং তারা সদ্‌বুদ্ধি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

সদ্‌বুদ্ধির অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

যাঁরা তাঁদের বিবিধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তাঁদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, বাসনার চরম পূর্তি হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের পুত্র প্রচেতাদের কার্যকলাপ স্মরণ করেন, তাঁরা উদ্ধার লাভ করবেন এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন। অতএব মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রেরা, যাঁরা সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, তাঁদের আর কি কথা? এটি হচ্ছে পরম্পরার পদ্ধতি। আমরা যদি আচার্যদের অনুসরণ করি, তা হলে তাঁরা যা প্রাপ্ত হয়েছেন আমরাও তা প্রাপ্ত হতে পারব। কেউ যদি অর্জুনের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনিও সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করছেন। সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করা এবং অর্জুনের মতো ব্যক্তি, যিনি পূর্বে সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করেছিলেন তাঁর অনুসরণ করা—এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কখনও কখনও মূর্খ মানুষেরা তর্ক করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এখন উপস্থিত নেই, তাই তাঁর কাছ থেকে সরাসরিভাবে উপদেশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, ভগবদুক্ত *ভগবদ্‌গীতার* উপদেশ যদি যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে সরাসরিভাবে তা শ্রবণ করা এবং তা পাঠ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কেউ যদি তার ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে *ভগবদ্‌গীতা* হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তা হলে *ভগবদ্‌গীতার* রহস্য তার কাছে কখনই উদ্‌ঘাটিত হবে না, তা জড়-জাগতিক বিচারে সে যত বড় পণ্ডিতই হোক না কেন।

শ্লোক ১১

যদ্‌যূয়ং পিতুরাদেশমগ্রহীষ্ট মুদান্বিতাঃ ।
অথো ব উশতী কীর্তির্লোকাননু ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

যৎ—যেহেতু; **যূয়ম্**—তোমরা; **পিতুঃ**—তোমাদের পিতার; **আদেশম্**—আজ্ঞা; **অগ্রহীষ্ট**—পালন করেছ; **মুদা-অন্বিতাঃ**—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে; **অথো**—অতএব; **বঃ**—তোমাদের; **উশতী**—আকর্ষণীয়; **কীর্তিঃ**—মহিমা; **লোকান্-অনু**—সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে; **ভবিষ্যতি**—সম্ভব হবে।

অনুবাদ

যেহেতু তোমরা আনন্দিত চিত্তে তোমাদের পিতার আদেশ শিরোধার্য করেছ এবং নিষ্ঠা সহকারে তা অনুষ্ঠান করেছ, তাই তোমাদের মনোহর কীর্তি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

যেহেতু প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কখনও কখনও বুদ্ধিহীন মানুষেরা বলে, সকলেই যদি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তা হলে জীবকে কেন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। তার কারণ, ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের ফলে জীব ভগবানের আদেশ পালন করতে পারে অথবা অমান্য করতে পারে। সে যদি ভগবানের আদেশ পালন করে, তা হলে সুখী হয়। কিন্তু সে যদি তা না করে, তা হলে সে দুঃখী হয়। এইভাবে জীব নিজেই তার সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করে। ভগবান কাউকে তাঁর আদেশ পালন করতে বাধ্য করেন না। ভগবান প্রচেতাদের প্রশংসা করেছেন কারণ তাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পিতার আদেশ পালন করেছেন, তাই তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন।

শ্লোক ১২

ভবিতা বিশ্রুতঃ পুত্রোঽনবমো ব্রহ্মণো গুণৈঃ ।
য এতামাত্মবীর্যেণ ত্রিলোকীং পূরয়িষ্যতি ॥ ১২ ॥

ভবিতা—হবে; **বিশ্রুতঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অনবমঃ**—ন্যূন নয়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **যঃ**—যিনি; **এতাম্**—এই সমস্ত; **আত্ম-বীর্যেণ**—তাঁর সন্তানের দ্বারা; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবন; **পূরয়িষ্যতি**—পূর্ণ করবে।

অনুবাদ

তোমাদের একটি অতি উত্তম পুত্র হবে, যার গুণ ব্রহ্মার থেকে কোন অংশে ন্যূন হবে না। অতএব সেই পুত্র সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করবে, এবং তার পুত্র ও পৌত্রেরা ত্রিভুবন পূর্ণ করবে।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হয়েছে, প্রচেতাগণ মহর্ষি কণ্ডুর কন্যাকে বিবাহ করবেন। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুত্রটির নাম হবে বিশ্রুত এবং তার সচ্চরিত্র হেতু সে পিতা ও মাতা উভয়েরই মুখোজ্জ্বল করবে। বস্তুত, সে ব্রহ্মার চেয়েও মহীয়ান্ হবে। মহা-রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য বলেছিলেন যে, বাগানে কিংবা বনে যদি একটা ভাল গাছ থাকে, তা হলে তার ফুলের সুগন্ধে সমস্ত বন আমোদিত হয়ে উঠবে। তেমনই, বংশের মধ্যে একটি সুসন্তান সারা পৃথিবীতে সমগ্র বংশকে বিখ্যাত করে তোলে। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং পরিণামে যদুবংশ জগদ্বিখ্যাত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

কণ্ডোঃ প্রম্লোচয়া লব্ধা কন্যা কমললোচনা ।
তাং চাপবিদ্ধাং জগৃহুর্ভূরুহা নৃপনন্দনাঃ ॥ ১৩ ॥

কণ্ডোঃ—কণ্ডু ঋষির; **প্রম্লোচয়া**—প্রম্লোচা নামক অপ্সরার দ্বারা; **লব্ধা**—লাভ করেছে; **কন্যা**—কন্যা; **কমল-লোচনা**—কমল-নয়না; **তাম্**—তার; **চ**—ও; **অপবিদ্ধাম্**—পরিত্যাগ করেছে; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছে; **ভূরুহাঃ**—বৃক্ষ; **নৃপ-নন্দনাঃ**—হে রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রগণ।

অনুবাদ

হে রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রগণ! প্রম্লোচা নামক অপ্সরা কণ্ডু ঋষির সহযোগে একটি কমল-নয়না কন্যা লাভ করে, তাকে বনের বৃক্ষদের তত্ত্বাবধানে রেখে স্বর্গলোকে ফিরে যান।

তাৎপর্য

যখন কোন ঋষি জাগতিক শক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য সমস্ত দেবতাদের দায়িত্বশীল পদ রয়েছে এবং পুণ্য কর্মের প্রভাবে তাঁরা অত্যন্ত

যোগ্যতাসম্পন্ন। যদিও তাঁরা সাধারণ জীব, তবুও ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ তাঁরা লাভ করতে পারেন। কোন ঋষি যখন কঠোর তপস্যা করেন, তখন ইন্দ্র জড় জগতের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। সারা জগৎ এই প্রকার ঈর্ষালু ব্যক্তিতে এতই পূর্ণ যে, সকলেই তার প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত। প্রতিটি ব্যবসায়ী তার সহকর্মীর ভয়ে ভীত, কারণ এই জগৎ সর্বপ্রকার ঈর্ষালু ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র, যারা এখানে ভগবানের ঐশ্বর্য নিয়ে ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এসেছে। তাই ইন্দ্র কণ্ডু ঋষিকে কঠোর তপস্যা করতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর ব্রত ও তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য প্রম্লোচাকে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের ক্ষেত্রেও এই প্রকার ঘটনা ঘটেছিল। শাস্ত্রে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনা থেকে মনে হয় যে, ইন্দ্র সর্বদাই ঈর্ষাপরায়ণ। পৃথু মহারাজ যখন ইন্দ্রকে অতিক্রম করে বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখনও ইন্দ্র অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন, এবং পৃথু মহারাজের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। সেই কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র কণ্ডু মুনির তপস্যা ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কণ্ডু মুনি প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন, এবং তাদের সহবাসের ফলে একটি কন্যা উৎপন্ন হয়েছিল। এই কন্যাটিকে এখানে কমল-নয়না এবং অতি সুন্দরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে নবজাত সন্তানটিকে বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে রেখে প্রম্লোচা স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত বৃক্ষরা সেই শিশুটিকে গ্রহণ করে তার পালন-পোষণ করতে সম্মত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

ক্ষুৎক্ষামায়া মুখে রাজা সোমঃ পীযূষবর্ষিণীম্ ।
দেশিনীং রোদমানায়া নিদধে স দয়ান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধার দ্বারা; **ক্ষামায়াঃ**—যখন সে কাতর হয়েছিল; **মুখে**—তার মুখে; **রাজা**—রাজা; **সোমঃ**—চন্দ্র; **পীযূষ**—অমৃত; **বর্ষিণীম্**—বর্ষণ করে; **দেশিনীম্**—তর্জনী; **রোদমানায়াঃ**—যখন সে ক্রন্দন করেছিল; **নিদধে**—স্থাপন করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **দয়া-অন্বিতঃ**—দয়াপরবশ হয়ে।

অনুবাদ

তারপর বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিত্যক্ত শিশুটি যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল, তখন বনের রাজা অর্থাৎ চন্দ্রলোকের রাজা সদয় হয়ে তাঁর তর্জনী

শিশুটির মুখের মধ্যে স্থাপন করে অমৃত বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে শিশুটি চন্দ্রদেবের কৃপায় প্রতিপালিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অপ্সরা যদিও শিশুটিকে বৃক্ষরাজির তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু বৃক্ষগুলি যথাযথভাবে শিশুটির পালন-পোষণ করতে পারেনি; তাই বৃক্ষগুলি শিশুটিকে চন্দ্রদেবের হস্তে অর্পণ করেছিল। চন্দ্রদেব শিশুটির মুখে তাঁর আঙুল স্থাপন করে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

প্রজাবিসর্গ আদিষ্টাঃ পিত্রা মামনুবর্ততা ।
তত্র কন্যাং বরারোহাং তামুদ্বহত মাচিরম্ ॥ ১৫ ॥

প্রজা-বিসর্গে—সন্তান উৎপাদন করতে; **আদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **পিত্রা**—তোমাদের পিতার দ্বারা; **মাম্**—আমার আদেশ; **অনুবর্ততা**—পালন করে; **তত্র**—সেখানে; **কন্যাম্**—কন্যাকে; **বর-আরোহাম্**—অত্যন্ত গুণবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী; **তাম্**—তাকে; **উদ্বহত**—বিবাহ কর; **মা**—বিনা; **চিরম্**—সময় নষ্ট।

অনুবাদ

যেহেতু তোমরা সকলে আমার অত্যন্ত অনুগত, তাই আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তোমরা এখনই সেই অত্যন্ত গুণবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ কর, এবং তোমাদের পিতার আদেশ অনুসারে তার থেকে প্রজা সৃষ্টি কর।

তাৎপর্য

প্রচেতারা কেবল ভগবানের মহান ভক্তই ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের পিতারও অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তাই ভগবান তাঁদের প্রম্লোচার কন্যাকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

অপৃথগ্ধর্মশীলানাং সর্বেষাং বঃ সুমধ্যমা ।
অপৃথগ্ধর্মশীলেয়ং ভূয়াৎপত্ন্যর্পিতাশয়া ॥ ১৬ ॥

অপৃথক্—পার্থক্যহীন; **ধর্ম**—বৃত্তি; **শীলানাম্**—যার চরিত্র; **সর্বেষাম্**—সকলে; **বঃ**—তোমরা; **সু-মধ্যমা**—ক্ষীণ কটিসমন্বিতা সুন্দরী; **অপৃথক্**—পার্থক্যরহিত; **ধর্ম**—বৃত্তি; **শীলা**—সুন্দর ব্যবহার; **ইয়ম্**—এই; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **পত্নী**—পত্নী; **অর্পিত-আশয়া**—পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পিত।

অনুবাদ

তোমরা সমস্ত ভাইয়েরা সকলেই ভগবদ্ভক্ত, এবং পিতার আজ্ঞাকারী পুত্র হওয়ার ফলে সমশীল। তেমনই সেই কন্যাটিও তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করার ফলে, ধর্মে ও চরিত্রে তোমাদেরই অনুরূপ। সেই সুমধ্যমা সুন্দরীকে তোমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

তাৎপর্য

বৈদিক নিয়ম অনুসারে, একজন পুরুষ যদিও বহু স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু স্ত্রীর একাধিক পতি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে একাধিক পতি গ্রহণ করতে দেখা গেছে। যেমন দ্রৌপদী পঞ্চ-পাণ্ডবকে বিবাহ করেছিলেন। ভগবান তেমনই প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রদের মহর্ষি কণ্ডু এবং প্রম্লোচার কন্যাকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, কন্যাকে একাধিক পুরুষ বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদি তিনি সমস্ত পতিদের সমানভাবে সেবা করতে পারেন। সাধারণ স্ত্রীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যাঁরা বিশেষভাবে গুণান্বিতা তাঁদেরই কেবল একাধিক পতিকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই কলিযুগে এই প্রকার সমদর্শী কন্যা বিরল। তাই শাস্ত্রের মতে *কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ*। এই যুগে দেবরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এখনও এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন—*অপৃথগ্ধর্মশীলেয়ং ভূয়াৎ পত্ন্যর্পিতাশয়া*। ভগবানের আশীর্বাদে সব কিছুই সম্ভব। ভগবান কন্যাটিকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন সমস্ত ভাইদের প্রতি সমশীল হওয়ার জন্য। *ভগবদ্গীতায়* অপৃথক্-ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* তিনটি প্রধান বিভাগ রয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। *যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করা।' সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

"ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে সেই কর্ম এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ হয়। তাই, হে কৌন্তেয়! তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য

তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর, এবং তার ফলে তুমি সর্বদাই অনাসক্ত থাকবে এবং বন্ধনমুক্ত হবে।"

যজ্ঞপুরুষ বা পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তিসাধনের জন্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা যায়। তাকে বলা হয় *অপৃথগ্-ধর্ম*। দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু সেগুলির চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র শরীরের পালন করা। তেমনই, আমরা যদি ভগবানের তৃপ্তিসাধনের জন্য কর্ম করি, তা হলে আমরা দেখব যে, সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রচেতাদের অনুসরণ করা, যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের তৃপ্তিসাধন। তাকে বলা হয় *অপৃথগ্-ধর্ম*। *ভগবদ্গীতা* (১৮/৬৬) অনুসারে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ভগবানের তৃপ্তিসাধনের জন্য কৃষ্ণভাবনায় কর্ম করা। সেটিই হচ্ছে একতা বা *অপৃথগ্-ধর্ম*।

শ্লোক ১৭

দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রমহতৌজসঃ ।
ভৌমান্ ভোক্ষ্যথ ভোগান্ বৈ দিব্যাংশ্চানুগ্রহান্মম ॥ ১৭ ॥

দিব্য—দেবলোকের; **বর্ষ**—বর্ষ; **সহস্রাণাম্**—হাজার-হাজার; **সহস্রম্**—এক হাজার; **অহত**—অপ্রতিহতভাবে; **ওজসঃ**—তোমাদের প্রভাব; **ভৌমান্**—এই পৃথিবীর; **ভোক্ষ্যথ**—তোমরা উপভোগ করবে; **ভোগান্**—ভোগসমূহ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **দিব্যান্**—দেবলোকের; **চ**—ও; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার প্রভাবে; **মম**—আমার।

অনুবাদ

ভগবান তখন প্রচেতাদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"হে রাজপুত্রগণ! আমার কৃপায়, তোমরা দিব্য সহস্র-সহস্র বর্ষ অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন হয়ে, পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ উপভোগ করতে পারবে।"

তাৎপর্য

প্রচেতাদের জন্য ভগবান যে দীর্ঘ আয়ু নির্ধারণ করেছিলেন, তার গণনা স্বর্গলোকের কালের পরিমাপ অনুসারে হয়েছিল। এই পৃথিবীর ছয় মাস স্বর্গলোকের বারো ঘণ্টার সমান। সেই অনুসারে, ত্রিশ দিনে এক মাস এবং বার মাসে এক বছর। এই অনুসারে, দিব্য সহস্র-সহস্র বছর ধরে প্রচেতারা সব রকম জড়সুখ ভোগ করার

আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও এই আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, কিন্তু প্রচেতারা পূর্ণরূপে দৈহিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে, এই দীর্ঘ আয়ু অতিবাহিত করার আশীর্বাদ ভগবানের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। জড় জগতে কেউ যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চায়, তা হলে তাকে বার্ধক্য, জরা এবং অন্যান্য অনেক শোচনীয় দুরবস্থা সহ্য করতে হয়। কিন্তু প্রচেতারা এই অতি দীর্ঘকাল ধরে জড়সুখ ভোগ করার জন্য পূর্ণ দৈহিক শক্তি লাভ করেছিলেন। প্রচেতাদের এই বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবা সম্পাদন করতে পারেন। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

অথ ময্যনপায়িন্যা ভক্ত্যা পক্বগুণাশয়াঃ ।
উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্বিদ্য নিরয়াদতঃ ॥ ১৮ ॥

অথ—অতএব; **ময়ি**—আমাকে; **অনপায়িন্যা**—অবিচলিতভাবে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **পক্ব-গুণ**—জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত; **আশয়াঃ**—তোমার মন; **উপযাস্যথ**—তুমি লাভ করবে; **মৎ-ধাম**—আমার ধাম; **নির্বিদ্য**—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে; **নিরয়াৎ**—জড়-জাগতিক অস্তিত্ব থেকে; **অতঃ**—এইভাবে।

অনুবাদ

তারপর আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তির প্রভাবে তোমরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হবে। তখন তথাকথিত স্বর্গীয় এবং নারকীয় সমস্ত জড় সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে, তোমরা আমার ধামে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপায় প্রচেতারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা জড়সুখ ভোগ করার জন্য লক্ষ-লক্ষ বছর বেঁচে থাকতে পারতেন, তবুও তাঁরা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্যুত হননি। এইভাবে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, প্রচেতারা সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। জড় আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। জীবদ্দশায় বিষয়াসক্ত মানুষ গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, জন, বন্ধুবান্ধব, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। সে দেহান্তে স্বর্গসুখও ভোগ করতে চায়। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হন। জড়

জগতে যারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, তারা সব রকম জড়-জাগতিক সুখভোগ করে বলে মনে করা হয়, আর যারা নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়, তারা নারকীয় পরিস্থিতিতে দুঃখভোগ করে বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই স্বর্গীয় এবং নারকীয় উভয় পরিস্থিতিরই অতীত। *ভগবদ্গীতা* (১৪/২৬) অনুসারে ভগবদ্ভক্তের স্থিতি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যে ব্যক্তি পূর্ণ ভক্তি সহকারে আমার সেবায় যুক্ত, তিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না। তিনি অচিরেই জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত। জড়-জাগতিক সুখ অথবা দুঃখের জন্য তাঁকে কিছুই করতে হয় না। কেউ যখন অবিচলিতভাবে ভক্তিপরায়ণ হন এবং সমস্ত জড় আসক্তি ও জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। যদিও বিশেষ আশীর্বাদের ফলে প্রচেতারা লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে জড়-জাগতিক সুখভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা তার প্রতি আসক্ত হননি। তাই জড় সুখভোগ অন্তে তাঁরা ভগবানের চিন্ময় ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

এখানে *পক্বগুণাশয়াঃ* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ সে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে পাতাললোক পর্যন্ত জড় জগতের সব কটি গ্রহলোকই ভগবদ্ভক্তের বাসের অযোগ্য। *পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্।* যেখানে প্রতি পদে বিপদ, সেই স্থানটি অবশ্যই সুখকর নয়। ভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কটি স্থানই দুঃখময়, যেখানে বারবার জন্ম এবং মৃত্যু হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! যে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।"

অতএব কেউ যদি এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হন, তাতেও কোন লাভ নেই। কিন্তু কেউ যদি কোন না কোনও ভাবে ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারেন, তা হলে তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না।

শ্লোক ১৯

গৃহেষ্বাবিশতাং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্ ।
মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ ১৯ ॥

গৃহেষু—গৃহস্থ-জীবনে; **আবিশতাম্**—যে প্রবেশ করেছে; **চ**—ও; **অপি**—ও; **পুংসাম্**—মানুষের; **কুশল-কর্মণাম্**—শুভ কর্মে যুক্ত; **মৎ-বার্তা**—আমার বিষয়ে; **যাত**—যাপন করে; **যামানাম্**—প্রতিক্ষণ; **ন**—না; **বন্ধায়**—বন্ধনের জন্য; **গৃহাঃ**—গৃহস্থ-জীবন; **মতাঃ**—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবদ্ভক্তির শুভ কর্মে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, সমস্ত কর্মের পরম ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাই এই প্রকার ব্যক্তি যখনই কোন কার্য করেন, তখন সেই কর্মের ফল তিনি ভগবানকে অর্পণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবন তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে অতিবাহিত করেন। এই প্রকার ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থাকলেও, গৃহ তাঁর বন্ধনের কারণ হয় না।

তাৎপর্য

গৃহস্থ-ব্যক্তিরা সাধারণত সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ তারা সর্বদা তাদের কর্মের ফল ভোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং পরম ঈশ্বর (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক-মহেশ্বরম্*)। তাই, ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজেকে কোন কিছুর মালিক বলে মনে করেন না। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানকে সব কিছুর মালিক বলে মনে করেন, তাই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের ফল তিনি ভগবানকে অর্পণ করেন। যে ব্যক্তি এইভাবে জীবন যাপন করেন, তিনি এই জড় জগতে গৃহস্থ-আশ্রমে তাঁর পরিবার এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে বাস করলেও, জড় জগতের কলুষের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

যে ব্যক্তি তার কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, সে তার কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি তাঁর কর্মের ফল বা লাভ ভগবানকে অর্পণ করেন, তিনি কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। এটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। মানুষ সাধারণত সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কিন্তু যিনি তাঁর কর্মের ফল নিজে গ্রহণ না করে ভগবানকে নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত অবস্থায় থাকেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

কেউ যদি তাঁর জীবন, ধন, বাণী, বুদ্ধি এবং তাঁর যা কিছু সবই ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তা হলে তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত। কিন্তু যারা কৃষ্ণভক্তিবিহীন, যারা কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপেই লিপ্ত, তারা এই জড় জগতের বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদেরকে সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে মানব-সমাজের কাছে সবচাইতে বড় আশীর্বাদ, কারণ তা মানুষকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করছে। ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য আহার করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিদ্রা যান এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য পরিশ্রম করেন। এইভাবে সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন মানুষকে জড় জগতের কলুষ থেকে রক্ষা করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন—

কৃষ্ণভজনে যাহা হয় অনুকূল ।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে তাহা হয় ভুল ॥

কেউ যদি এতই পারদর্শী হন যে, তিনি সবকিছু কৃষ্ণসেবায় যুক্ত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে জড় জগৎ ত্যাগ করা মস্ত বড় ভুল হবে। মানুষকে শিখতে হবে কিভাবে সবকিছু ভগবানের সেবায় যুক্ত করা যায়, কারণ সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের রহস্য। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৯) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

"অতএব কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, কর্তব্যবোধে সবকিছু করা উচিত; কারণ এইভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপ এবং ভগবানের তৃপ্তিসাধনের জন্য ভৌতিক কার্যকলাপের বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এই দুটি এক নয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপ ভববন্ধনের কারণ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিসাধনের জন্য কার্যকলাপ মুক্তির কারণ হয়। একই কর্ম কিভাবে বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হয়, সেই কথা এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—কেউ ক্ষীর, পায়েস ইত্যাদি দুগ্ধজাত খাদ্য অত্যধিক আহার করার ফলে অজীর্ণ রোগে ভুগতে পারে, কিন্তু দুগ্ধজাত আর একটি খাদ্য দইয়ের সঙ্গে যখন গোলমরিচ আর নুন মিশিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হয়, তার ফলে তার অজীর্ণতা রোগ তৎক্ষণাৎ সেরে যায়। অর্থাৎ, এক প্রকার দুগ্ধজাত খাদ্য অজীর্ণতা রোগের কারণ হতে পারে, এবং অন্য আর এক প্রকার দুগ্ধজাত বস্তু সেই রোগ থেকে তাকে নিরাময় করতে পারে।

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় কেউ যদি জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন, তা হলে সেই ঐশ্বর্যকে বন্ধনের কারণ বলে মনে করা উচিত নয়। পরিণত ভক্ত যখন জড় ঐশ্বর্য লাভ করেন, তখন তিনি তার দ্বারা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি জানেন কিভাবে জড় ঐশ্বর্য ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃথু মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক, ধ্রুব, বৈবস্বত মনু, মহারাজ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি বহু রাজা বিশেষভাবে ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্ত যদি পরিণত না হয়, তা হলে ভগবান তার সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করে নেবেন। সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—*যস্যাহম্ অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*—"আমার ভক্তের প্রতি আমার প্রথম কৃপা প্রদর্শন করে, আমি তার সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে নিই।" জড় ঐশ্বর্য যদি ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল হয়, তা হলে ভগবান তা হরণ করে নেবেন, কিন্তু ভক্ত যদি যথেষ্টভাবে পরিণত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সব রকম জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা দেবেন।

শ্লোক ২০

নব্যবদধ্দয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ ॥ ২০ ॥

নব্য-বৎ—নিত্য নব-নবায়মান; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **যৎ**—যেমন; **জ্ঞঃ**—পরম জ্ঞাতা, পরমাত্মা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **এতৎ**—এই; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা; **ন**—কখনই না; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন হয়; **ন**—কখনই না; **শোচন্তি**—শোক করে; **ন**—কখনই না; **হৃষ্যন্তি**—হরষিত হয়; **যতঃ**—যখন; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে নব-নবায়মান আনন্দ অনুভব করেন। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের হৃদয়ে থেকে তাঁর জন্য সবকিছুই নব-নবায়মান করে তোলেন। পরম তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা এই অবস্থাকে ব্রহ্মভূত বলেন। এই ব্রহ্মভূত (মুক্ত) স্তরে মানুষ কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না। তিনি কোন কিছুর জন্য অনর্থক শোক করেন না অথবা হরষিত হন না। এটিই হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফল।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার দ্বারা বিভিন্নভাবে ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত ভক্তির অনুশীলনকে কখনও নীরস বা একঘেয়ে বলে মনে করেন না। জড় জগতে কেউ যদি কোন জড় নাম বার বার উচ্চারণ করে, তা হলে কিছুক্ষণ পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ভগবানের দিব্য নামসমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দিনরাত জপ করলেও ক্লান্তি আসে না। জপ যত বৃদ্ধি পায়, ততই তা নব-নবায়মান বলে মনে হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, তিনি যদি কোটি-কোটি কর্ণ এবং অর্বুদ-অর্বুদ জিহ্বা লাভ করতে পারতেন, তাহলে হয়তো তিনি যথাযথভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারতেন। উন্নত স্তরের ভক্তের কাছে কোন কিছুই প্রেরণাহীন বলে মনে হয় না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করে তিনি তাদের ভুলে যেতে এবং স্মরণ করতে সাহায্য করছেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমাকে উপলব্ধি করতে পেরে, আমার কাছে ফিরে আসে।"

(*ভগবদ্গীতা* ১০/১০)

বলা হয়েছে যে, যাঁরা ভগবদ্ভক্তির শুভ কার্যে যুক্ত (*কুশল-কর্মণাম্*), পরমাত্মা তাঁদের পরিচালিত করেন। এই শ্লোকে তাকে জ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সবকিছু জানেন। নিষ্ঠাপরায়ণ ঐকান্তিক ভক্ত কিভাবে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারেন, সেই সম্বন্ধে পরমাত্মা তাঁকে উপদেশ দেন। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবানের অংশ পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে তিনি নিত্য নব-নবায়মানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। ভক্ত ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় দিব্য আনন্দ ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে বলে অনুভব করেন।

শ্লোক ২১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং ব্রুবাণং পুরুষার্থভাজনং
জনার্দনং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রচেতসঃ ।
তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলা
গিরাগৃণন্ গদ্গদয়া সুহৃত্তমম্ ॥ ২১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ধ্রুবাণম্**—বলে; **পুরুষ-অর্থ**—জীবনের পরম লক্ষ্য; **ভাজনম্**—প্রদানকারী; **জন-অর্দনম্**—যিনি ভক্তের সমস্ত অসুবিধা দূর করেন; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—বদ্ধাঞ্জলি হয়ে; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **তৎ**—তাঁকে; **দর্শন**—দর্শন করে; **ধ্বস্ত**—দূরীভূত; **তমঃ**—তমোগুণের; **রজঃ**—রজোগুণের; **মলাঃ**—কলুষ; **গিরা**—বাণীর দ্বারা; **অগৃণন্**—প্রার্থনা করেছিলেন; **গদ্গদয়া**—গদ্গদ স্বরে; **সুহৃৎ-তমম্**—সকলের প্রিয়তম বন্ধুকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ভগবান এইভাবে বললে প্রচেতাগণ তাঁর প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন জীবনের সমস্ত সিদ্ধি প্রদানকারী এবং পরম মঙ্গল প্রদাতা। তিনি সকলের পরম বন্ধু, যিনি ভক্তের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন। আনন্দে গদ্গদ স্বরে প্রচেতারা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে তাঁরা পবিত্র হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে *পুরুষার্থ-ভাজনম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম লক্ষ্য প্রদাতা। আমাদের জীবনে আমরা যে সাফল্য চাই, তা

ভগবানের কৃপায় লাভ হতে পারে। যেহেতু প্রচেতারা ইতিমধ্যেই ভগবানের কৃপা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁরা জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁদের থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু ভগবান তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই রজ এবং তমোগুণের কলুষ আপনা থেকেই সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গিয়েছিল। তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তিনিও সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান, যেহেতু ভগবানের নাম ভগবান থেকে অভিন্ন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) বলা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠ ভক্তের সুহৃৎ। তাই তাঁর বাণী শ্রবণ এবং কীর্তনে আগ্রহী ভক্তের হৃদয়ের জড়সুখ-ভোগের সমস্ত বাসনা তিনি পবিত্র করে দেন।"

ভগবানের দিব্য নাম হচ্ছে ভগবান স্বয়ং। যদি কেউ ভগবানের নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তা হলে তিনি পবিত্র হন। তখন তাঁর জড়-জাগতিক সমস্ত কলুষ ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। ভগবানের উপস্থিতির ফলে প্রচেতারা ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁরা তাই বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্ত যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে না পারার ফলে, ভক্ত কখনও কখনও অসন্তুষ্ট হন। প্রচেতারা যখন ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁদের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ২২

প্রচেতস উচুঃ

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশনায়
নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায় ।
মনোবচোবেগপুরোজবায়
সর্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ ॥ ২২ ॥

প্রচেতসঃ উচুঃ—প্রচেতাগণ বললেন; **নমঃ**—প্রণতি; **নমঃ**—প্রণাম; **ক্লেশ**—জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা; **বিনাশনায়**—বিনাশকারীকে; **নিরূপিত**—নির্ণয়; **উদার**—উদার; **গুণ**—গুণাবলী; **আহ্বয়ায়**—যাঁর নাম; **মনঃ**—মনের; **বচঃ**—বাণীর; **বেগ**—গতি; **পুরঃ**—পূর্বে; **জবায়**—যাঁর গতি; **সর্ব-অক্ষ**—সমস্ত জড় ইন্দ্রিয়ের; **মার্গৈঃ**—পন্থার দ্বারা; **অগত**—অগোচর; **অধ্বনে**—যাঁর মার্গ; **নমঃ**—আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অনুবাদ

প্রচেতাগণ বললেন—হে ভগবান! আপনি সমস্ত ক্লেশের বিনাশকর্তা। আপনার উদার গুণ এবং নাম সর্বমঙ্গল প্রদানকারী বলে নিরূপিত হয়েছে। আপনি মন ও বাক্যের থেকেও দ্রুত গতিতে গমন করতে পারেন। আপনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাই আমরা আপনাকে বার বার আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নিরূপিত* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানকে খোঁজার জন্য অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রগতি লাভের জন্য কোন রকম গবেষণা করার প্রয়োজন নেই। *বেদে* সমস্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে নিরূপিত হয়েছে। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেববেদ্যঃ—বেদের* মাধ্যমে ভগবানকে জানার পন্থা হচ্ছে পূর্ণ এবং চূড়ান্ত। *বেদে* বলা হয়েছে, *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলা আমাদের ভোঁতা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—ভক্ত যখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুকূলভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেটিই হচ্ছে *বেদের* চূড়ান্ত পন্থা। *বেদেও* ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে, নিঃসন্দেহে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায়। মনের গতিতে অথবা বাক্যের গতিতে আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারি না, কিন্তু আমরা যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করি, তা হলে আমরা অনায়াসে এবং অতি শীঘ্রই তাঁর কাছে যেতে পারি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান ভগবদ্ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন, এবং আমাদের মনের জল্পনা-কল্পনার গতির থেকেও অধিক দ্রুত গতিতে তিনি আমাদের কাছে আসতে পারেন। ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মন এবং চিন্তার গতিরও অতীত, তবুও তাঁর অহৈতুকী

কৃপার প্রভাবে অনায়াসে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। এইভাবে কেবল তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। অন্যান্য সমস্ত পন্থা সেই বিষয়ে কার্যকরী হবে না।

শ্লোক ২৩

শুদ্ধায় শান্তায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া
মনস্যপার্থং বিলসদ্দ্বয়ায় ।
নমো জগৎস্থানলয়োদয়েষু
গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় ॥ ২৩ ॥

শুদ্ধায়—বিশুদ্ধ; **শান্তায়**—পরম শান্তকে; **নমঃ**—আমরা আমাদের প্রণতি নিবেদন করি; **স্ব-নিষ্ঠয়া**—তার নিজের স্থিতিতে অবস্থিত হওয়ার দ্বারা; **মনসি**—মনে; **অপার্থম্**—অর্থহীন; **বিলসৎ**—আবির্ভূত হয়ে; **দ্বয়ায়**—দ্বৈত জগতে; **নমঃ**—প্রণতি; **জগৎ**—জগতের; **স্থান**—পালন; **লয়**—বিনাশ; **উদয়েষু**—এবং সৃষ্টির জন্য; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছেন; **মায়া**—জড়; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **বিগ্রহায়**—রূপ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। মন যখন আপনাতে স্থির হয়, তখন এই জড় জগৎ যা জড়সুখ ভোগের দ্বৈতভাব সমন্বিত স্থান, তা অর্থহীন বলে মনে হয়। আপনার চিন্ময় রূপ দিব্য আনন্দময়। তাই আমরা আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত, যাঁর মন সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি নিশ্চিতভাবে এই জড় জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রকার ভক্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হলেও, সেই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই স্তরকে বলা হয় *অনাসক্তি* । সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন—*অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।* ভগবদ্ভক্ত সর্বদা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত, কারণ মুক্ত অবস্থায় তাঁর মন সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন থাকে।

এই জড় জগৎকে বলা হয় দ্বৈত। ভগবদ্ভক্ত খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই জড় জগতে সবকিছুই ভগবানের শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের পরিচালনা করার জন্য ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপ পরিগ্রহ করেন। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। মূল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যদিও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছেন বলে মনে হয়, তবুও তাঁর কাছে জড়-জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

শ্লোক ২৪

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে ।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্বসাত্বতাম্ ॥ ২৪ ॥

নমঃ—প্রণতি; **বিশুদ্ধ-সত্ত্বায়**—যাঁর অস্তিত্ব সমস্ত জড় প্রভাব থেকে মুক্ত তাঁকে; **হরয়ে**—যিনি ভক্তের সমস্ত কষ্ট হরণ করেন; **হরি-মেধসে**—যাঁর বুদ্ধি কেবল বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য কার্য করে; **বাসুদেবায়**—সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রভবে**—প্রভাব বর্ধনকারী; **সর্ব-সাত্বতাম্**—সর্বপ্রকার ভক্তদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আপনি সর্বদা ভক্তদের দুঃখকষ্ট হরণ করেন, কারণ আপনার মেধা তা সম্পাদন করার পরিকল্পনা করে। পরমাত্মারূপে আপনি সর্বত্র বিরাজমান, তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আপনি বসুদেবকে আপনার পিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই জন্য আপনার নাম বাসুদেব, এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ। আপনি এতই দয়ালু যে, আপনি আপনার সর্বপ্রকার ভক্তদের প্রভাব সর্বদা বর্ধন করেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান জড় জগৎকে সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের উদ্দেশ্যে (*গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায়*) তিন প্রকার শরীর (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব) ধারণ করেন। জড় জগতের এই তিনজন প্রধান দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব)

বলা হয় *গুণাবতার।* ভগবানের বহু প্রকার অবতার রয়েছেন, এবং এই জড় জগতে প্রথম অবতার হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব)। এই তিনজনের মধ্যে ব্রহ্মা এবং শিব জড় শরীর ধারণ করেন, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা করেন না। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু *বিশুদ্ধ-সত্ত্ব* নামে পরিচিত। তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে মুক্ত। তাই বিষ্ণুকে ব্রহ্মা এবং শিবের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। শাস্ত্রে সেইভাবে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে অথবা ব্রহ্মা এবং শিবকে শ্রীবিষ্ণুর সমকক্ষ বলে মনে করে, সে একটি পাষণ্ডী (নাস্তিক)।" তাই এই শ্লোকে বিষ্ণুকে *নমো বিশুদ্ধ সত্ত্বায়* বলে ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। আমাদের মতো জীব হলেও, ব্রহ্মা তাঁর পুণ্যকর্মের প্রভাবে অত্যন্ত মহান; তাই তাঁকে ব্রহ্মার পদ প্রদান করা হয়েছে। শিব প্রকৃতপক্ষে জীব নন, আবার তিনি পরমেশ্বর ভগবানও নন। তাঁর স্থিতি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু এবং জীবাত্মা ব্রহ্মার মাঝখানে। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৫) শিবের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দধি যেমন দুধের বিকার হলেও তা দুধ নয়, তেমনই শিব যদিও বিষ্ণুর প্রায় সমস্ত শক্তি ধারণ করেন এবং যদিও তিনি জীবের গুণাবলীর অতীত, তবুও তিনি ঠিক বিষ্ণু নন। ঠিক যেমন দধি দুধের বিকার হলেও ঠিক দুধ নয়।

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *বাসুদেবায় কৃষ্ণায়* বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান, এবং সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব হচ্ছেন তাঁর অংশ এবং কলা। তাঁর অংশকে বলা হয় স্বাংশ এবং অংশের অংশকে বলা হয় কলা। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নামেও পরিচিত কারণ তিনি বসুদেবের পুত্ররূপে এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই তিনি দেবকীনন্দন, যশোদানন্দন, নন্দনন্দন ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

ভগবান সব সময় তাঁর ভক্তের প্রভাব বৃদ্ধি করতে চান। তাই তাঁকে এখানে *প্রভবে সর্বসাত্বতাম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *সাত্বত* সম্প্রদায় হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সম্প্রদায়। ভগবানের শক্তি অসীম, এবং তিনি চান যে, তাঁর ভক্তরাও যেন অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়। তাই ভগবানের ভক্তরা সর্বদাই অন্য সমস্ত জীবদের থেকে স্বতন্ত্র।

হরি শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "যিনি সমস্ত ক্লেশ হরণ করেন," এবং *হরিমেধসে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান সর্বদাই মায়ার বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবদের মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য স্বয়ং অবতরণ করেন, এবং যখনই তিনি আসেন, তখনই তিনি তাঁর পরিকল্পনা করেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের উদ্ধার করার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে-যুগে আবির্ভূত হই।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৮)

ভগবান যেহেতু সমস্ত বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন, তাই তাঁর নাম *হরিমেধস্* । অবতারদের তালিকায় শ্রীকৃষ্ণকে পরম এবং আদি পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(*ভাগবত* ১/৩/২৮)

ভগবানের ভক্ত দেবতারা যখন অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ২৫

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে ।
নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ২৫ ॥

নমঃ—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **কমল-নাভায়**—যাঁর নাভি থেকে আদি কমল পুষ্প উদ্ভূত হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—প্রণতি;

কমল-মালিনে—যিনি পদ্মফুলের মালায় সর্বদা শোভিত; **নমঃ**—প্রণতি; **কমল-পাদায়**—যাঁর চরণ পদ্মফুলের মতো সুন্দর এবং সৌরভযুক্ত; **নমঃ তে**—আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি; **কমল-ঈক্ষণ**—যাঁর নয়ন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনার নাভি থেকে সমস্ত জীবের উৎসস্বরূপ পদ্মফুল উদ্গত হয়েছে। আপনি সর্বদা পদ্মফুলের মালায় শোভিত, এবং আপনার পদযুগল সুরভিত পদ্মফুলের মতো। আপনার নয়নও পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। তাই আমরা সর্বদা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কমলনাভায় শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন এই জড় সৃষ্টির উৎস। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্মফুল উদ্গত হয়েছে। সেই পদ্মফুলে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম প্রাণী ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে, এবং তারপর ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তাই সমস্ত সৃষ্টির উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর উৎস। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি সমগ্র জড় এবং চেতন জগতের উৎস। আমার থেকেই সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে। যে জ্ঞানবান ব্যক্তি এই কথা পূর্ণরূপে জানেন, তিনি সর্বান্তঃকরণে ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমার সেবায় যুক্ত হন এবং আমার আরাধনা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'আমি সবকিছুর উৎস।' তাই আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেই কথা *বেদান্ত-সূত্রেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরম সত্য হচ্ছেন তিনি যাঁর থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে।"

শ্লোক ২৬

নমঃ কমলকিঞ্জল্কপিশঙ্গামলবাসসে ।
সর্বভূতনিবাসায় নমোঽযুঙ্‌ক্ষ্মহি সাক্ষিণে ॥ ২৬ ॥

নমঃ—প্রণাম; **কমল-কিঞ্জল্ক**—পদ্মফুলের কেশরের মতো; **পিশঙ্গ**—পীত; **অমল**—নির্মল; **বাসসে**—যাঁর বসন; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **নিবাসায়**—আশ্রয়; **নমঃ**—প্রণতি; **অযুঙ্‌ক্ষ্মহি**—আমরা নিবেদন করি; **সাক্ষিণে**—পরম সাক্ষীকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার বসন পদ্মফুলের কেশরের মতো পীতবর্ণ, কিন্তু তা কোন জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়নি। আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং আপনি সমস্ত জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। আমরা বারংবার আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের বসন এবং তাঁর সর্ব-ব্যাপকতার বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান পীত বসন ধারণ করেন, কিন্তু এই প্রকার বসন কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবানের বসনও ভগবান। তা ভগবান থেকে অভিন্ন, কেননা তা চিন্ময়।

সর্বভূতনিবাসায় শব্দটি বর্ণনা করে কিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং বদ্ধ জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষীরূপে কার্য করেন। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা তাদের বাসনা অনুসারে কার্য করে। ভগবান সেই সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করেন। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ॥

" আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তিনি জীবদের বুদ্ধি প্রদান করেন। জীবের বাসনা অনুসারে, ভগবান তাকে স্মরণ করান অথবা ভুলিয়ে দেন। জীব যদি আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে ভগবানকে ভুলে যেতে চায়, তা হলে ভগবান তাকে সেই প্রকার বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে সে ভগবানকে ভুলে যেতে পারে। তেমনই, ভক্ত যখন ভগবানের সেবা করতে চান, তখন পরমাত্মারূপে ভগবান সেই ভক্তকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে পারেন। ভগবান প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কার্যকলাপের সাক্ষী এবং আমাদের বাসনা অনুভব করেন। ভগবান আমাদের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করার সুযোগ প্রদান করেন।

শ্লোক ২৭

রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম্ ।
আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥ ২৭ ॥

রূপম্—রূপ; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **এতৎ**—এই; **অশেষ**—অনন্ত; **ক্লেশ**—দুঃখকষ্ট; **সংক্ষয়ম্**—ক্ষয়কারী; **আবিষ্কৃতম্**—প্রকাশিত; **নঃ**—আমাদের; **ক্লিষ্টানাম্**—জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা যারা কষ্টভোগ করছে; **কিম্ অন্যৎ**—অন্যদের আর কি কথা; **অনুকম্পিতম্**—যাদের প্রতি আপনি কৃপাপরায়ণ।

অনুবাদ

হে ভগবান! বদ্ধ জীব আমরা দেহাত্মবুদ্ধির অন্ধকারে সর্বদা আচ্ছন্ন। তাই আমরা সংসার ক্লেশকে সর্বদা প্রিয় বলে মনে করি। আমাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য আপনি এই দিব্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের মতো যারা এইভাবে কষ্টভোগ করছে, তাদের প্রতি আপনার এটি অন্তহীন কৃপার প্রকাশ। অতএব যে সমস্ত ভক্তদের প্রতি আপনি সর্বদা কৃপাপরায়ণ, তাদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন (*ভগবদ্গীতা* ৪/৮)। যদিও তিনি অসুরদের সংহার করেন, তা সত্ত্বেও তাদের লাভ হয়। বলা হয় যে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা অর্জুনের রথের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, আপাতদৃষ্টিতে দুটি কার্য হচ্ছিল—অসুরদের সংহার হচ্ছিল, এবং অর্জুনের মতো ভক্তের রক্ষা হচ্ছিল। কিন্তু তার পরিণাম সকলের জন্য সমান ছিল। তাই বলা হয় যে, ভগবানের আবির্ভাবের ফলে জড়-জাগতিক অস্তিত্বজনিত সর্বপ্রকার ক্লেশ ক্ষয় হয়।

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই রূপ কেবল ভক্তদেরই নয়, অন্যান্য সকলেরও সমস্ত ক্লেশ ক্ষয় করার জন্য (*অশেষক্লেশসংক্ষয়ম্*)। *আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাম্* । প্রচেতারা নিজেদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করেছিলেন। *কিমন্যদনুকম্পিতম্* । ভগবান ভক্তদের প্রতি সর্বদাই কৃপাপরায়ণ।

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে মুক্ত ভক্তদের প্রতিই কেবল ভগবান তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন না, তিনি বদ্ধ জীবদেরও সর্বতোভাবে কৃপা করেন।

মন্দিরে ভগবানের যে রূপের পূজা হয়, তাকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ বা অর্চাবতার। নবীন ভক্তদের এই সুযোগটি দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারেন, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করতে পারেন এবং আত্ম-নিবেদন করতে পারেন। এই সুযোগের মাধ্যমে নবীন ভক্ত ক্রমশ তাঁর আদি কৃষ্ণভাবনাকে জাগরিত করতে পারেন। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা নবীন ভক্তদের প্রতি ভগবানের সবচাইতে মূল্যবান আশীর্বাদ। তাই সমস্ত নবীন ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গৃহে অথবা মন্দিরে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ রেখে, সেই অর্চাবতারের পূজায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ২৮

এতাবত্ত্বং হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ ।
যদনুস্মর্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাভদ্ররন্ধন ॥ ২৮ ॥

এতাবৎ—এইভাবে; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিভূতিঃ**—অংশ বিস্তারের দ্বারা; **ভাব্যম্**—অনুভব করার জন্য; **দীনেষু**—দীন ভক্তকে; **বৎসলৈঃ**—কৃপাপরায়ণ; **যৎ**—যা; **অনুস্মর্যতে**—সর্বদা স্মরণ করা হয়; **কালে**—যথাসময়ে; **স্ব-বুদ্ধ্যা**—স্বীয় ভক্তির দ্বারা; **অভদ্র-রন্ধন**—হে সর্ব অমঙ্গলহারী।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করেন। আপনি আপনার অর্চাবিগ্রহ প্রকাশ করে আপনার দীন ভক্তদের কৃপা করেন। আপনি দয়া করে আমাদের আপনার নিত্য সেবক বলে মনে করুন।

তাৎপর্য

অর্চাবিগ্রহ নামক ভগবানের রূপ তাঁর অনন্ত শক্তির বিস্তার। ভগবান যখন তাঁর ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি যথাসময়ে তাঁকে তাঁর নিত্যদাস রূপে অঙ্গীকার করেন। ভগবান স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ; তাই তিনি তাঁর নবীন ভক্তদের সেবা গ্রহণ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, ফল অথবা জল প্রদান করে, তা হলে আমি তা গ্রহণ করব।" ভক্ত অর্চাবিগ্রহকে আহার্যরূপে শাকসবজি, ফল, পাতা এবং জল নিবেদন করেন। ভগবান ভক্তবৎসল হওয়ার ফলে সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। নাস্তিকেরা মনে করতে পারে যে, ভক্তরা মূর্তিপূজা করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন ভাবগ্রাহী, তিনি ভক্তের সেবাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ভগবানের পূজার এই মাহাত্ম্য নবীন ভক্ত বুঝতে নাও পারে, কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল হওয়ার ফলে তাঁর ভক্তকে অঙ্গীকার করেন, এবং যথাসময়ে তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যান।

এই সম্পর্কে এক ব্রাহ্মণের কাহিনী রয়েছে, যিনি তাঁর মনে মনে পায়েস রন্ধন করে ভগবানকে নিবেদন করছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করার মতো টাকা-পয়সা ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর মনে মনে সবকিছুর সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সোনার কলসিতে করে পবিত্র নদী থেকে জল নিয়ে এসে শ্রীবিগ্রহকে স্নান করাতেন, এবং তাঁকে নানা রকম উপাদেয় খাদ্য নিবেদন করতেন। এক সময় পায়েস নিবেদন করার সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে, তা হয়তো তখনও অত্যন্ত গরম ছিল এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন, "ওঃ আমি একটু দেখি তো এটা খুব বেশি গরম কি না।" এইভাবে তিনি যখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পায়েস স্পর্শ করেছিলেন, তখন তাঁর আঙ্গুল পুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। যদিও তিনি মানসে ভগবানকে তা নিবেদন করছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তা গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি রথ পাঠিয়েছিলেন। এইভাবে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে অথবা মন্দিরে প্রামাণিক শাস্ত্র এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে অর্চাবিগ্রহের পূজা করা।

শ্লোক ২৯

যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্ ।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ ॥ ২৯ ॥

যেন—যেই পন্থার দ্বারা; **উপশান্তিঃ**—সমস্ত বাসনার তৃপ্তি; **ভূতানাম্**—জীবদের; **ক্ষুল্লকানাম্**—অত্যন্ত অধঃপতিত; **অপি**—যদিও; **ঈহতাম্**—বহু বস্তুর বাসনা করে;

অন্তর্হিতঃ—গুপ্ত; **অন্তঃ-হৃদয়ে**—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **কস্মাৎ**—কেন; **নঃ**—আমাদের; **বেদ**—জানেন; **ন**—না; **আশিষঃ**—বাসনা।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর স্বাভাবিক করুণার প্রভাবে তাঁর ভক্তের কথা চিন্তা করেন, তখন তাঁর নবীন ভক্তের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তা সেই জীব যত নগণ্যই হোক না কেন। ভগবান জীবের সবকিছু জানেন, এমন কি তার অন্তরের বাসনাগুলি পর্যন্ত জানেন। আমরা যদিও অত্যন্ত নগণ্য, তবুও ভগবান আমাদের ইচ্ছাগুলি কেন জানবেন না?

তাৎপর্য

মহাভাগবত কখনও নিজেকে মহাভাগবত বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদাই অত্যন্ত বিনীত। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং তিনি তাঁর ভক্তের মনোভাব ও বাসনা বুঝতে পারেন। ভগবান অভক্তদেরও তাদের বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)।

জীব যতই নগণ্য হোক, সে যে বাসনাই করে, ভগবান তা জানতে পারেন, এবং তিনি তাকে তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। ভগবান যদি অভক্তদের বাসনা চরিতার্থ করেন, তা হলে তিনি ভক্তদের বাসনা চরিতার্থ করবেন না কেন? শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম জড়-জাগতিক কামনা ব্যতীত ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চান, এবং তিনি যদি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তা চান, যেখানে ভগবান বিরাজ করছেন, এবং তাঁর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তা হলে ভগবান তা বুঝতে পারবেন না কেন? ঐকান্তিক ভক্ত যদি ভগবান অথবা তাঁর অর্চাবিগ্রহের সেবা করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত কার্য সফল হবে, কারণ ভগবান তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং তিনি তাঁর ঐকান্তিক ভাব অবগত হতে পারেন। এইভাবে ভক্ত যদি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বিধিপূর্বক ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকেন, তা হলে তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন।

শ্লোক ৩০

অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে।
প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ ॥ ৩০ ॥

অসৌ—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বরঃ**—বর; **অস্মাকম্**—আমাদের; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **পতে**—হে প্রভু; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যেষাম্**—যার প্রতি; **অপবর্গ**—দিব্য প্রেমময়ী সেবার; **গুরুঃ**—শিক্ষক; **গতিঃ**—জীবনের চরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! আপনি ভক্তিযোগের প্রকৃত গুরু। আপনি যে আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হয়েছেন, তাই আমরা অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করছি, এবং আমরা প্রার্থনা করি যে, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সেটিই আমাদের প্রার্থনা। আপনার প্রসন্নতা বিধান ব্যতীত অন্য আর কোন বাসনা আমাদের নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অপবর্গ-গুরুর্গতিঃ* শব্দগুলি অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/১১) বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম সত্যের চরম প্রকাশ। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।* পরম সত্যকে তিনরূপে উপলব্ধি করা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান। *অপবর্গ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মুক্তি'। *প বর্গ* মানে 'সংসার'। জড় জগতে সকলেই সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু চরমে তারা নিরাশ হয়। তারপর তার মৃত্যু হয় এবং পুনরায় তাকে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য আর একটি শরীর ধারণ করতে হয়। এটিই হচ্ছে সংসার-চক্র। *অপবর্গ* মানে হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত। কুকুর-বিড়ালের মতো কঠোর পরিশ্রম না করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মুক্তি শুরু হয়। এটি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের ধারণা, কিন্তু ভগবানকে উপলব্ধি করা তার অনেক উপরের বিষয়। ভক্ত যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ভগবান প্রসন্ন হয়েছেন, তখন মুক্তি বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে হয়, ঠিক যেভাবে সূর্যকিরণের মাধ্যমে সূর্যকে দেখা যায়। ভগবানকে যদি প্রসন্ন করা যায়, তা হলে তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়।

শ্লোক ৩১

বরং বৃণীমহেঽথাপি নাথ ত্বৎপরতঃ পরাৎ ।
ন হ্যন্তস্ত্বদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে ॥ ৩১ ॥

বরম্—বর; **বৃণীমহে**—আমরা প্রার্থনা করব; **অথ অপি**—অতএব; **নাথ**—হে ভগবান; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **পরতঃ পরাৎ**—যা প্রকৃতির অতীত; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তঃ**—শেষ; **ত্বৎ**—আপনার; **বিভূতীনাম্**—ঐশ্বর্যের; **সঃ**—আপনি; **অনন্তঃ**—অন্তহীন; **ইতি**—এইভাবে; **গীয়সে**—কীর্তিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্বকারণেরও কারণ পরাৎপর পুরুষ এবং যেহেতু আপনার বিভূতির অন্ত নেই বলে আপনি অনন্ত নামে কীর্তিত, তাই আমরা আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করব।

তাৎপর্য

প্রচেতাদের ভগবানের কাছ থেকে কোন বর প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ ভক্ত কেবল ভগবানের উপস্থিতিতেই তৃপ্ত হন। ধ্রুব মহারাজ ভগবানের দর্শন লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করা। তিনি তাঁর পিতার সিংহাসন লাভ করতে চেয়েছিলেন, অথবা তার থেকেও উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান যখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে ভগবান, আমি আপনার কাছে কোন বর প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করি না।" এটিই হচ্ছে ভক্তের প্রকৃত স্থিতি। ভক্ত কেবল এই জগতে অথবা পরলোকে ভগবানের সান্নিধ্যে থাকতে চান, এবং তাঁর সেবায় যুক্ত হতে চান। সেটিই হচ্ছে ভক্তের চরম লক্ষ্য এবং প্রার্থনা।

ভগবান প্রচেতাদের বর চাইতে বলেছিলেন, এবং তাঁরা বলেছিলেন, "আমরা আপনার কাছে কি বর চাইব? আপনি অনন্ত এবং আপনার বরও অনন্ত।" অর্থাৎ, যদি বর চাইতে হয়, তা হলে অনন্ত বর চাওয়া উচিত। এই শ্লোকে *ত্বৎ পরতঃ* শব্দ দুটি অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান *পরতঃ পরাৎ*। *পর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জড়া প্রকৃতির অতীত'। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি এই জড় জগতের অতীত, এবং তাকে বলা হয় *পরং পদম্। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)। ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকে বলা হয় *পরং পদম্,* কিন্তু তারও ঊর্ধ্বে একটি দিব্য স্থিতি রয়েছে, যা হচ্ছে ভগবানের সান্নিধ্য। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১১)। পরমতত্ত্বকে প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, তারপর পরমাত্মারূপে এবং চরমে ভগবানরূপে উপলব্ধি করা যায়। তাই ভগবান হচ্ছেন *পরতঃ পরাৎ,* অর্থাৎ ব্রহ্ম

এবং পরমাত্মা উপলব্ধির অতীত। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী ইঙ্গিত করেছেন যে, *পরতঃ পরাৎ* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বশ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ'। সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে চিৎ-জগৎ এবং তাকে বলা হয় ব্রহ্ম। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরব্রহ্ম। তাই *পরতঃ পরাৎ* মানে হচ্ছে 'ব্রহ্ম উপলব্ধির থেকেও শ্রেষ্ঠ'।

পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, প্রচেতারা ভগবানের কাছে এমন কিছু চাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন যা অনন্ত। ভগবানের লীলা, গুণাবলী, রূপ এবং নাম সবই অনন্ত। তাঁর নামের অন্ত নেই, রূপের অন্ত নেই, লীলার অন্ত নেই, সৃষ্টির অন্ত নেই এবং পরিকরের অন্ত নেই। জীব সেই অনন্তের অনন্তত্ব অনুভব করতে পারে না। কিন্তু জীবেরা যদি ভগবানের অনন্ত শক্তির বিষয়ে শ্রবণে মগ্ন হয়, তা হলে তারা সরাসরিভাবে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা অনন্তের এই উপলব্ধি অনন্ত হয়ে যায়।

শ্লোক ৩২

পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে ।
ত্বদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি ॥ ৩২ ॥

পারিজাতে—দিব্য পারিজাত পুষ্প; **অঞ্জসা**—সম্পূর্ণরূপে; **লব্ধে**—লাভ করে; **সারঙ্গঃ**—ভ্রমর; **অন্যৎ**—অন্য· **ন সেবতে**—সেবা করে না; **ত্বৎ-অঙ্ঘ্রি**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **মূলম্**—সবকিছুর মূল; **আসাদ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **কিম্**—কি; **কিম্**—কি; **বৃণীমহি**—আমরা প্রার্থনা করতে পারি।

অনুবাদ

হে ভগবান! ভ্রমর যেমন পারিজাত ফুল প্রাপ্ত হলে আর অন্য ফুলে যায় না, তেমনই আমরা যখন আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়ে তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখন আর কি বর প্রার্থনা করব?

তাৎপর্য

ভক্ত যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি এমনই পরিপূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করেন যে, আর কোন বর প্রার্থনা করার প্রয়োজন থাকে না। ভ্রমর যখন পারিজাত বৃক্ষের কাছে যায়, তখন সেখানে সে এত মধু পায় যে, তার আর অন্য বৃক্ষে যাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না। যদি কেউ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি যে অন্তহীন আনন্দ আস্বাদন করেন,

তার ফলে আর তাকে অন্য কোন বর প্রার্থনা করতে হয় না। পারিজাত বৃক্ষ সাধারণত এই জগতে পাওয়া যায় না। পারিজাত বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষও বলা হয়। এই প্রকার বৃক্ষ থেকে যা আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। এই জগতে কমলা গাছ থেকে কমলা পাওয়া যায় অথবা আম গাছ থেকে আম পাওয়া যায়, কিন্তু আম গাছ থেকে কমলা অথবা কমলা গাছ থেকে আম পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পারিজাত বৃক্ষের কাছে কমলা, আম, কলা ইত্যাদি যা কিছু চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। এই বৃক্ষ চিৎ-জগতে রয়েছে। *চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু।* চিন্ময় জগৎ বা চিন্তামণি ধাম কল্পবৃক্ষ পরিবৃত, কিন্তু পারিজাত বৃক্ষ ইন্দ্রলোক বা স্বর্গলোকেও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিষীদের অন্যতমা সত্যভামার প্রীতিসাধনের জন্য স্বর্গলোক থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসেছিলেন, এবং সেটি তাঁর প্রাসাদে রোপণ করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ঠিক পারিজাত বা কল্পবৃক্ষের মতো, এবং ভক্তরা ঠিক ভ্রমরের মতো। তাঁরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট।

শ্লোক ৩৩

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **তে**—আপনার; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **স্পৃষ্টাঃ**—কলুষিত; **ভ্রমামঃ**—আমরা ভ্রমণ করি; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **ভবৎ-প্রসঙ্গানাম্**—আপনার প্রেমিক ভক্তদের; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **স্যাৎ**—হোক; **নঃ**—আমাদের; **ভবে ভবে**—জন্মে-জন্মে।

অনুবাদ

হে ভগবান! জড় জগতের কলুষের ফলে, যতদিন আমাদের এই জড় জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হবে, ততদিন যেন আমরা আপনার লীলা শ্রবণ-কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি। জন্ম-জন্মান্তরে আমরা কেবল এই প্রার্থনাই করি।

তাৎপর্য

এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বর, যা ভগবানের কাছে ভক্ত প্রার্থনা করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—*স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)। জীব তার ভাগ্য অনুসারে এক অথবা অন্য স্থিতিতে

থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক স্থিতিতেই ভগবানের কার্যকলাপ এবং লীলা শ্রবণে নিমগ্ন থাকা উচিত। শুদ্ধ ভক্ত কখনও মুক্তি বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের সমাপ্তি প্রার্থনা করেন না, কারণ তা তাঁর কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভক্তের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করা। এই জগতে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্ত চিৎ-জগতেও সেই সুযোগ পাবেন। এইভাবে, যতক্ষণ ভগবানের লীলা শ্রবণ করা যায় অথবা ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায়, ভক্তের কাছে তা সবই হচ্ছে চিৎ-জগতের অন্তর্গত, কারণ ভগবান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকেন। *তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ।* ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা যখন সমবেত হয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, সেই স্থান বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়। তাই ভক্তের বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। শুদ্ধ ভক্ত কেবল নিরপরাধে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে, যে-কোন স্থানকে বৈকুণ্ঠে অথবা বৃন্দাবনে পরিণত করতে পারেন।

প্রচেতারা প্রতি জন্মে (*ভবে ভবে*) ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ লাভের প্রার্থনা করেছিলেন। জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়। ভগবদ্ভক্ত এই প্রস্থার নিবৃত্তিসাধনে বিশেষ উদ্‌গ্রীব নন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"হে ভগবান! জন্ম-জন্মান্তরে আমি যেন আপনার শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত থাকতে পারি।" বিনয়বশত ভক্ত নিজেকে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার অযোগ্য বলে মনে করেন। তিনি নিজেকে সর্বদা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কলুষিত বলে মনে করেন। ভক্তের জড়া প্রকৃতির গুণের থেকে মুক্ত হওয়ারও কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্ভক্তি আপনা থেকেই সেই চিন্ময় স্তরে সম্পাদিত হয়; তাই এই বিশেষ সুযোগের প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না। মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জন্মমৃত্যুর চক্রের নিবৃত্তিসাধনে উৎসুক নন, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সঙ্গলাভ করতে আগ্রহী।

শ্লোক ৩৪

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৩৪ ॥

তুলয়াম—তুলনা করি; **লবেন**—অতি অল্পক্ষণ (লব); **অপি**—ও; **ন**—না; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোক প্রাপ্তি; **ন**—না; **অপুনঃ-ভবম্**—ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া; **ভগবৎ**—

পরমেশ্বর ভগবানের; **সঙ্গি**—সঙ্গীদের; **সঙ্গস্য**—সঙ্গের; **মর্ত্যানাম্**—মরণশীল ব্যক্তিদের; **কিম্ উত**—কি কম রয়েছে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

ভগবৎ সঙ্গী ভক্তদের লবমাত্র সময়ের সঙ্গ প্রভাবে জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তার সঙ্গে স্বর্গলোক প্রাপ্তি এমন কি ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তিরও তুলনা করা যায় না। কারণ মরণশীল জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ বর হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন—*কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে*। শুদ্ধ ভক্তের কাছে *কৈবল্য* বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া নরকবাসেরই তুল্য। তেমনই স্বর্গলোকে (*ত্রিদশপূর্*) উন্নীত হওয়াও তার কাছে আকাশ-কুসুমের মতো। অর্থাৎ, শুদ্ধ ভক্ত কর্মীদের চরম লক্ষ্য (স্বর্গলোক) অথবা জ্ঞানীদের চরম লক্ষ্যকে (ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া) মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। শুদ্ধ ভক্ত অন্য শুদ্ধ ভক্তের ক্ষণকালের সঙ্গকে স্বর্গলোকে বাস অথবা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার থেকে অনেক অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এই জড় জগতের জন্মমৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পক্ষে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বর। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের অন্বেষণ করে তাঁদের সঙ্গে থাকতে হয়। তার ফলেই, এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও, পূর্ণরূপে সুখী হওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারেন। এইভাবে এই জড় জগতের বিভ্রান্ত এবং নৈরাশ্যগ্রস্ত মানুষেরা ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে পরম সুখ লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ৩৫

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥ ৩৫ ॥

যত্র—যেখানে; **ঈড্যন্তে**—পূজা করা হয় অথবা আলোচনা করা হয়; **কথাঃ**—কথা; **মৃষ্টাঃ**—শুদ্ধ; **তৃষ্ণায়াঃ**—জড় আকাঙ্ক্ষার; **প্রশমঃ**—সন্তুষ্টি; **যতঃ**—যার দ্বারা;

নির্বৈরম্—নির্মৎসরতা; **যত্র**—যেখানে; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **ন**—না; **উদ্বেগঃ**—উৎকণ্ঠা; **যত্র**—যেখানে; **কশ্চন**—কোন।

অনুবাদ

যখনই চিৎ-জগতের বিশুদ্ধ কথা আলোচনা হয়, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী অন্তত তখনকার মতো সমস্ত জড় আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যান। কেবল তাই নয়, তাঁদের তখন আর পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব থাকে না এবং তাঁদের কোন রকম উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা থাকে না।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিগত কুণ্ঠা যেখানে', এবং জড়-জগতের অর্থ হচ্ছে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—*সদা সমুদ্বিগ্নধিয়াম্ অসদ্গ্রহাৎ*। যারা এই জড় জগৎকে তাদের বাসস্থান বলে গ্রহণ করেছে, তারা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। যে-স্থানে শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা ভগবানের পবিত্র কথা আলোচনা করা হয়, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়। সেটিই হচ্ছে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ,* অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ এবং কীর্তনের পন্থা। ভগবান স্বয়ং সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েষু বা ।
তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ ॥

"হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, কিন্তু যেখানে আমার শুদ্ধ ভক্তরা আমার দিব্য নাম কীর্তন করে এবং আমার রূপ, লীলা এবং গুণের কথা আলোচনা করে, সেখানে আমি থাকি।" চিন্ময় শব্দ-তরঙ্গরূপে ভগবান উপস্থিত থাকেন বলে বৈকুণ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশ ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্ত। এক জীব অন্য জীবকে ভয় করে না। ভগবানের দিব্য নাম ও মহিমা শ্রবণের দ্বারা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হতে থাকে। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৭)। এইভাবে তার জড় আকাঙ্ক্ষার তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগতেও কুণ্ঠাবিহীন চিন্ময় লোক বা বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করা। তার উপায় হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রবণং কীর্তনম্*-এর পন্থা প্রচার করা। জড় জগতে সকলেই তার সতীর্থের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। মানব-সমাজে

যতক্ষণ পর্যন্ত সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান না হয়, অর্থাৎ ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রের কীর্তন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পাশবিক বিদ্বেষ থাকে। প্রচেতারা তাই সর্বদা ভক্তসমাজে থাকতে মনস্থ করেছিলেন, এবং তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন যে, সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

শ্লোক ৩৬

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ন্যাসিনাং গতিঃ ।
সংস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

যত্র—যেখানে; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ন্যাসিনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **গতিঃ**—পরম লক্ষ্য; **সংস্তূয়তে**—পূজিত হন; **সৎ-কথাসু**—চিন্ময় বিষয়ের আলোচনা; **মুক্ত-সঙ্গৈঃ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা; **পুনঃ পুনঃ**—বারংবার।

অনুবাদ

যেখানে ভক্তদের মধ্যে ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, সেখানে ভগবান নারায়ণ উপস্থিত থাকেন। নারায়ণ হচ্ছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের পরম গতি, এবং যাঁরা জড় কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে নারায়ণের পূজা করেন। তাঁরা বাস্তবিকপক্ষে পুনঃ পুনঃ তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন।

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নারায়ণের বাস্তবিক সঙ্গ থেকে বঞ্চিত। তার কারণ হচ্ছে যে, তারা ভ্রান্তভাবে নিজেদের নারায়ণ বলে দাবি করে। তাদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা হচ্ছে পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করা। যদি বলা হয় সকলেই নারায়ণের মন্দির, তা হলে সেই কথা ঠিক, কিন্তু অন্য আর একজন মানুষকে নারায়ণ বলে মনে করা একটি মহা অপরাধ। দরিদ্র নারায়ণের ধারণাটি, অর্থাৎ দরিদ্র মানুষদের নারায়ণ বলে মনে করার প্রচেষ্টাটিও একটি মহা অপরাধ। এমন কি নারায়ণকে ব্রহ্মা এবং শিবের সমতুল্য বলে মনে করাও একটি অপরাধ।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা এবং শিবের সমকক্ষ বলে মনে করে, তাকে তৎক্ষণাৎ একজন নাস্তিক বা পাষণ্ডী বলে গণনা করা হয়।" মূল কথা হচ্ছে যে, সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভগবানের প্রসন্নতাবিধান করা যায়। তখন নারায়ণ স্বয়ং অবতরণ করে সেখানে উপস্থিত থাকেন। এই কলিযুগে নারায়ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে উপস্থিত হন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"কলিযুগে বুদ্ধিমান মানুষেরা নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তনকারী ভগবানের অবতারের পূজা করার জন্য সমবেতভাবে ভগবানের নাম কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও তাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণবর্ণ, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি তাঁর পার্ষদ, সেবক, অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গী পরিবৃত হয়ে থাকেন।" প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা তা অনায়াসে সম্পাদন করা যায়। যখনই ভগবানের দিব্য নামের সংকীর্তন হয়, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবানের অবতার গৌর নারায়ণ তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হন এবং সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হন।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নারায়ণ হচ্ছে *ন্যাসিনাং গতিঃ* অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের পরম গতি। যাঁরা জড় জগৎকে ত্যাগ করেছেন, তাঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাই নারায়ণের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন; তিনি কখনও ভ্রান্তভাবে নারায়ণ হওয়ার দাবি করেন না। *নির্বৈর,* অর্থাৎ অন্যান্য জীবদের প্রতি নির্মৎসর হওয়ার পরিবর্তে, যে নারায়ণ হওয়ার চেষ্টা করে, সে ভগবানের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ। তাই নারায়ণ হওয়ার প্রচেষ্টাটি হচ্ছে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন অথবা ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের আলোচনা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নির্মৎসর হয়ে যান। এই জড় জগতে সকলেই অন্যদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ, কিন্তু ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করার ফলে অথবা আলোচনা করার ফলে নির্মৎসর হওয়া যায় এবং জড় আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি আমাদের মাৎসর্যের ফলে আমরা অন্য সমস্ত জীবদের প্রতিও মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছি। আমরা যখন ভগবানের প্রতি নির্মৎসর হই, তখনি মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। নারায়ণ অথবা সংকীর্তন যজ্ঞ ব্যতীত এই জড় জগতে কখনও শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

শ্লোক ৩৭

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া ।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥ ৩৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **বিচরতাম্**—বিচরণকারী; **পদ্ভ্যাম্**—তাঁদের পায়ের দ্বারা; **তীর্থানাম্**—পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে; **পাবন-ইচ্ছয়া**—পবিত্র করার বাসনায়; **ভীতস্য**—সর্বদা ভয়ভীত বিষয়ী ব্যক্তির; **কিম্**—কেন; **ন**—না; **রোচেত**—ভাল লাগে; **তাবকানাম্**—আপনার ভক্তদের; **সমাগমঃ**—সাক্ষাৎ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার পার্ষদ এবং ভক্তরা পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে তীর্থস্থানগুলিকে পর্যন্ত পবিত্র করেন। অতএব সংসার ভয়ে ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ করবে না?

তাৎপর্য

দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন—গোষ্ঠানন্দী এবং ভজনানন্দী। ভজনানন্দীরা কোথাও ভ্রমণ না করে এক স্থানে থাকেন। এই প্রকার ভক্তরা সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। তাঁরা আচার্যদের নির্দেশ অনুসারে মহামন্ত্র জপ করেন এবং কখনও কখনও কেবল প্রচার-কার্যের উদ্দেশ্যে বাইরে যান। আর গোষ্ঠানন্দী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান। তাঁরা পৃথিবীকে এবং পৃথিবী-বাসীদের পবিত্র করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, তাঁর অনুগামীরা যেন সর্বত্র ভ্রমণ করে প্রতিটি নগরে গ্রামে তাঁর বাণী প্রচার করেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ে যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা, যা *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীর প্রচার। ভক্তরা যতই কৃষ্ণকথা প্রচার করবেন, সারা পৃথিবীর মানুষ ততই লাভবান হবে।

দেবর্ষি নারদের মতো ভক্ত, যিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তাঁকে বলা হয় গোষ্ঠানন্দী। নারদ মুনি ভক্ত তৈরি করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করেন। নারদ মুনি এমন কি একজন ব্যাধকে পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তে পরিণত

করেছিলেন। তিনি ধ্রুব মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজকেও ভক্তে পরিণত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভক্তরাই নারদ মুনির কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি স্বর্গ এবং নরক উভয় স্থানেই বিচরণ করেছেন। ভগবদ্ভক্ত নরকে যেতেও কুণ্ঠিত হন না। ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, এমন কি নরকে পর্যন্ত তিনি যান, কারণ ভক্তের কাছে স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"নারায়ণের শুদ্ধ ভক্ত কোথাও যেতে ভয় পান না। তাঁর কাছে স্বর্গ এবং নরক সমান।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮) এই প্রকার ভক্তরা পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে সংসার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন। কিছু মানুষ জড়সুখ ভোগে বিভ্রান্ত হয়ে এবং নিরাশ হয়ে, ইতিমধ্যেই সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, আর কিছু মানুষ যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে আগ্রহী। তাঁরা উভয়েই পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণকারী শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে লাভবান হতে পারেন।

যখন শুদ্ধ ভক্ত কোন তীর্থস্থানে যান, তখন তিনি সেই পবিত্র তীর্থকে পরিশুদ্ধ করেন। তীর্থস্থানের পবিত্র জলে বহু পাপী স্নান করে। তারা প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরাদি স্থানে গঙ্গা এবং যমুনার জলে স্নান করে। এইভাবে পাপীরা পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু তাদের পাপ সেই পবিত্র তীর্থে থেকে যায়। ভগবদ্ভক্ত যখন সেই সমস্ত পবিত্র তীর্থে গিয়ে স্নান করেন, তখন ভক্তের প্রভাবে পাপীদের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। *তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১৩/১০)। যেহেতু ভক্ত ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে সর্বদা বহন করেন, তাই তিনি যেখানেই যান সেই স্থান পবিত্র তীর্থস্থানে বা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার পীঠস্থানে পরিণত হয়। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া। সকলেরই কর্তব্য মায়ার বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করছেন যে ভগবদ্ভক্তগণ, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে লাভবান হওয়া।

শ্লোক ৩৮

বয়ং তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন ।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥ ৩৮ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—তা হলে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ভবস্য**—শিবের; **প্রিয়স্য**—অত্যন্ত প্রিয়; **সখ্যুঃ**—আপনার সখা; **ক্ষণ**—ক্ষণিকের জন্য; **সঙ্গমেন**—সঙ্গ প্রভাবে; **সুদুশ্চিকিৎস্যস্য**—যার চিকিৎসা করা অত্যন্ত কঠিন; **ভবস্য**—জড় অস্তিত্বের; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **ভিষক্-তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য; **ত্বা**—আপনি; **অদ্য**—আজ; **গতিম্**—গতি; **গতাঃ**—লাভ করেছি; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার অত্যন্ত প্রিয় সখা শিবের ক্ষণকাল মাত্র সঙ্গ প্রভাবে আপনাকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য এবং আপনি দুশ্চিকিৎস্য ভবরোগের নিরাময় করতে পারেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—*হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, কখনও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। প্রচেতারা মহাদেবের কৃপায় ভগবানের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। মহাদেব হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ভক্ত। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*। বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবের স্থান সর্বোচ্চ, এবং যাঁরা প্রকৃতপক্ষে শিবের ভক্ত, তাঁরা শিবের উপদেশ অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবের তথাকথিত ভক্তরা, যারা কেবল জড়-জাগতিক উন্নতি সাধন করতে চায়, তারা পরোক্ষভাবে শিবের দ্বারা প্রতারিত হয়। শিব প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতারণা করেন না, কারণ প্রতারণা করা তাঁর কার্য নয় কিন্তু তথাকথিত ভক্তরা যেহেতু প্রতারিত হতে চায়, তাই শিব, যিনি অতি সহজে প্রসন্ন হন, তিনি তাদের সব রকম জড়-জাগতিক বর প্রদান করেন। এই সমস্ত বরগুলি পরিণামে তথাকথিত ভক্তদের বিনাশের কারণ হতে পারে। যেমন, রাবণ শিবের কাছ থেকে সব রকম জড় আশীর্বাদ লাভ করেছিল, কিন্তু পরিণামে শিবের আশীর্বাদের অপব্যবহার করার ফলে, সে তার পরিবার, রাজ্য এবং অন্য সবকিছু সহ ধ্বংস হয়েছিল। জড়-জাগতিক ক্ষমতার ফলে তার এতই গর্ব হয়েছিল যে, সে রামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করার সাহস করেছিল। এইভাবে তার সর্বনাশ হয়। শিবের কাছ থেকে জড়-জাগতিক আশীর্বাদ লাভ করা খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আশীর্বাদ নয়। প্রচেতারা শিবের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত আশীর্বাদ। গোপীরাও বৃন্দাবনে শিবের পূজা করেছিলেন, এবং শিব এখনও সেখানে গোপীশ্বররূপে রয়েছেন। গোপীরা কিন্তু শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাঁদের আশীর্বাদ করেন, যাতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করতে পারেন। দেবতাদের পূজা করতে কোন বাধা নেই, যদি তার লক্ষ্য হয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সাধারণত মানুষ জড়-জাগতিক লাভের জন্য দেবতাদের কাছে যায়, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড়-বাসনার দ্বারা বিকৃত হয়েছে, তারা দেবতাদের শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ বিধি-বিধানের দ্বারা দেবতাদের পূজা করে।" জড়-জাগতিক লাভের আশায় মোহিত ব্যক্তিকে বলা হয় *হৃতজ্ঞান* ('যার বুদ্ধি হারিয়ে গেছে')। এই সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় যে, শাস্ত্রে কখনও কখনও শিবকে ভগবান থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে, শিব এবং বিষ্ণু এতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, তাঁদের বিচারধারায় কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য* (*চৈঃ চঃ আদি* ৫/১৪২)। শাস্ত্রের কোথাও শিবকে বিষ্ণুর সমকক্ষ হওয়ার দাবি করতে দেখা যায় না। এটি কেবল তথাকথিত শিবভক্তদের মনগড়া কথা, যারা বলে যে, শিব এবং বিষ্ণু এক। বৈষ্ণবতন্ত্রে সেই সম্বন্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে—*যস্তু নারায়ণং দেবম্।* ভগবান বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মা প্রভু ও ভৃত্যরূপে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। *শিববিরিঞ্চিনুতম্* । শিব এবং ব্রহ্মা শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্ণুকে প্রণতি নিবেদন করেন। তাঁদের সকলকে সমান বলে মনে করা মহা অপরাধ। তাঁরা সমান এই অর্থে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্য সকলে তাঁর নিত্য দাস।

শ্লোক ৩৯-৪০

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা
বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা ।
আর্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ
সর্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥ ৩৯ ॥

যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ
নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু ।
সর্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো
বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥ ৪০ ॥

যৎ—যা; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **স্বধীতম্**—অধ্যয়ন করা হয়েছে; **গুরবঃ**—গুরুজন, গুরুদেব; **প্রসাদিতাঃ**—প্রসন্ন; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **চ**—এবং; **বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধগণ; **চ**—এবং; **সৎ-আনুবৃত্ত্যা**—আমাদের স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা; **আর্যাঃ**—যারা পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত; **নতাঃ**—প্রণতি নিবেদন করা হয়েছে; **সু-হৃদঃ**—বন্ধুগণ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **চ**—এবং; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবগণ; **অনসূয়য়া**—নির্মৎসর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **সু-তপ্তম্**—কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **এতৎ**—এই; **ঈশ**—হে ভগবান; **নিরন্ধসাম্**—আহার গ্রহণ না করে; **কালম্**—কাল; **অদভ্রম্**—দীর্ঘ; **অপ্সু**—জলের ভিতরে; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ**—তা; **এতৎ**—এই; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ভূম্নঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **বৃণীমহে**—এই বর প্রার্থনা করি; **তে**—আপনার; **পরিতোষণায়**—সন্তোষের জন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা বেদ অধ্যয়ন করেছি, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি এবং ব্রাহ্মণদের, ভক্তদের ও পারমার্থিক জ্ঞানে অতি উন্নত বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। আমরা ভ্রাতা, বন্ধু অথবা অন্য কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইনি। আমরা দীর্ঘকাল কোন কিছু আহার না করে, জলের মধ্যে কঠোর তপস্যা করেছি। আমাদের এই সমস্ত পারমার্থিক সম্পদগুলি কেবল আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করতে চাই, এটিই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। এ ছাড়া আমরা আর কিছু চাই না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে *সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। যিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জানতে পেরেছেন, তিনি বহু বহু জন্মের পর তাঁর শরণাগত হন। এই সমস্ত গুণগুলি আমরা প্রচেতাদের মধ্যে দেখতে পাই। তাঁরা দীর্ঘকাল কোন কিছু আহার না করে, জলের ভিতর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশায়

এইভাবে তপস্যা করেননি, কেবল ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই তা করেছিলেন। মানুষ জড় অথবা চেতন যে-কোন কার্যে যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতাবিধান। এই শ্লোকে বৈদিক সভ্যতার একটি আদর্শ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। যাঁরা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তাঁদের কেবল ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়াই উচিত নয়, অধিকন্তু যাঁরা জ্ঞানে প্রবীণ, যাঁরা আর্য এবং ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, তাঁদেরও শ্রদ্ধা করা উচিত। যে নিজেকে আর্য বলে গর্ব করে, সে আর্য নয়। প্রকৃত আর্য হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত। *আর্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'উন্নত'। পূর্বে ভগবদ্ভক্তদেরই আর্য বলা হত। যেমন, *ভগবদ্গীতায়* (২/২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেছেন যে, তিনি অনার্যের মতো কথা বলছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে অর্জুন! এই কলুষ তোমার মধ্যে এলো কোথা থেকে? তা জীবনের উন্নত মান সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। তা মানুষকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করে না, পক্ষান্তরে অখ্যাতির কারণ হয়।" ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় অর্জুন যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই ভগবান তাঁকে তিরস্কার করে অনার্য বলেছিলেন। যিনি ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নত, তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে অবগত। তাঁর সেই কর্তব্য হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক তাতে কিছু যায় আসে না। তা যদি ভগবানের আদেশ হয় বা ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তা হলে তা অবশ্য করণীয়। আর্য তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন। এমন নয় যে আর্যরা জীবদের প্রতি অনর্থক শত্রুভাবাপন্ন। আর্যরা কখনও কসাইখানা খোলেন না, এবং তাঁরা অসহায় জন্তুদের প্রতি কখনও বৈরীভাবাপন্ন নন। প্রচেতারা দীর্ঘকাল ধরে এমন কি জলের ভিতরেও তপস্যা করেছিলেন। যাঁরা উন্নত সভ্যতায় আগ্রহী, তাঁদের এই প্রকার তপস্যা করা কর্তব্য।

নিরন্ধসাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিরাহার'। অধিক ভোজন করা এবং বৃথা আহার করা আর্যদের কার্য নয়। পক্ষান্তরে, আহার যতখানি সম্ভব সীমিত করা উচিত। আর্যরা কেবল অনুমোদিত খাদ্যই আহার করেন। এই সম্বন্ধে, ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, ফল অথবা জল প্রদান করে, আমি তা গ্রহণ করি।" এইভাবে উন্নত আর্যদের জন্য অনেক বিধিবিধান রয়েছে। ভগবান যদিও সবকিছুই আহার করতে পারেন, তবুও তিনি কেবল শাকসবজি, ফল, দুধ ইত্যাদি আহার করেন। এই শ্লোকে এইভাবে আর্যদের কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ
যেহন্যে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ
স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ ॥ ৪১ ॥

মনুঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **স্বয়ম্ভুঃ**—ব্রহ্মা; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **ভবঃ**—শিব; **চ**—ও; **যে**—যিনি; **অন্যে**—অন্যরা; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **সত্ত্বাঃ**—যাঁর অস্তিত্ব; **অদৃষ্ট-পারাঃ**—যে অন্ত দেখতে পায় না; **অপি**—যদিও; **যৎ**—আপনার; **মহিম্নঃ**—মহিমার; **স্তুবন্তি**—প্রার্থনা করে; **অথো**—এই; **ত্বা**—আপনাকে; **আত্ম-সমম্**—যথাসাধ্য; **গৃহীমঃ**—আমরা প্রার্থনা করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! তপস্যা এবং জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত যোগীগণ, এমন কি মনু, ব্রহ্মা, শিবাদি মহাপুরুষগণও আপনার মহিমা এবং শক্তি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যথাসাধ্য আপনার স্তব করেছেন। এই সমস্ত মহাপুরুষদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট হলেও আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আপনার স্তব করছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব, মনু (মানব জাতির পিতা), মহাপুরুষগণ এবং মহর্ষিগণ যাঁরা তপস্যা এমন কি ভক্তির দ্বারা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, ভগবানের জ্ঞানের তুলনায় তাঁদের সকলের জ্ঞানই অপূর্ণ। এই জড় জগতে সকলেরই অবস্থা এই রকম।

কেউই কোন বিষয়ে ভগবানের সমকক্ষ নয়, জ্ঞানের ব্যাপারে তো নয়ই। তার ফলে ভগবানের প্রতি কারও প্রার্থনা কখনই পূর্ণ নয়। ভগবান অনন্ত, তাই কারও পক্ষেই তাঁর মহিমার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এমন কি ভগবান নিজেও অনন্ত বা শেষরূপে তাঁর অবতারে, তাঁর নিজের মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারেন না। অনন্তের যদিও হাজার-হাজার মুখ রয়েছে এবং তিনি হাজার-হাজার বছর ধরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছেন, তবুও তিনি ভগবানের মহিমার অন্ত খুঁজে পান না। তাই ভগবানের পূর্ণ শক্তি ও মহিমা অনুমান করা সম্ভব নয়।

তা সত্ত্বেও, সকলেই ভক্তি সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রার্থনা করতে পারে। সকলেই তার আপেক্ষিক পদে রয়েছে, এবং তাই ভগবানের মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ব্রহ্মা, শিব থেকে শুরু করে আমরা পর্যন্ত সকলেই ভগবানের সেবক। আমরা সকলেই আমাদের কর্ম অনুসারে স্ব-স্ব পদে অবস্থিত রয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সকলে ভগবানের মহিমা যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি, সেই অনুসারে তাঁর স্তব করতে পারি। সেটিই আমাদের সিদ্ধি। এমন কি সংসারের অন্ধতম প্রদেশে অবস্থান করলেও জীব তার সাধ্য অনুসারে ভগবানের স্তব করতে পারে। ভগবান তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩২) বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ! আমার শরণ গ্রহণ করার ফলে, নিকৃষ্ট যোনিসম্ভূত—স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রেরা পর্যন্ত পরম গতি প্রাপ্ত হয়।"

কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি ভগবান এবং ভগবানের দাসের কৃপায় পবিত্র হবেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—*যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৪/১৮)। যে ব্যক্তি ভগবানের দাস শ্রীগুরুদেবের প্রচেষ্টায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নীত হয়েছেন, তিনি যতই নিম্নকুলোদ্ভূত হোন না কেন, তৎক্ষণাৎ তিনি পবিত্র হয়ে যান। তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন।

শ্লোক ৪২

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ ।
বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৪২ ॥

নমঃ—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **সমায়**—যিনি সকলের প্রতি সমদর্শী; **শুদ্ধায়**—যিনি পাপকর্মের দ্বারা কখনও কলুষিত হন না; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **পরায়**—চিন্ময়; **চ**—ও; **বাসুদেবায়**—সর্বত্র বিরাজমান; **সত্ত্বায়**—যিনি শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—নমস্কার।

অনুবাদ

হে ভগবান! কেউই আপনার শত্রু নয় অথবা মিত্র নয়। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। আপনি পাপকর্মের দ্বারা কখনও কলুষিত হতে পারেন না, এবং আপনার চিন্ময় রূপ জড়া প্রকৃতির অতীত। আপনি পরমেশ্বর ভগবান কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত। তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান বাসুদেব নামে পরিচিত কারণ তিনি সর্বত্র বাস করেন। এই নামটির উদ্ভব হয়েছে *বস্* শব্দটি থেকে, যার অর্থ 'বাস করা'। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিম্*—ভগবান তাঁর অংশ বিস্তারের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়েও প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি পরমাণুর ভিতরেও প্রবেশ করেন (*পরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। যেহেতু ভগবান সর্বত্র বাস করেন, তাই তিনি *বাসুদেব* নামে পরিচিত। যদিও তিনি এই জড় জগতের সর্বত্র বাস করেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তাই *ঈশোপনিষদে* ভগবানকে *অপাপ-বিদ্ধম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি নানাভাবে কার্য করেন। তিনি অসুরদের সংহার করেন, এবং এমন সমস্ত কার্য করেন যা *বেদে* অনুমোদিত হয়নি, অর্থাৎ যে-সমস্ত কার্যকে পাপকর্ম বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদিও তিনি এইভাবে কার্য করেন, তবুও তিনি তাঁর কর্মের দ্বারা কলুষিত হন না। তাই তাঁকে এখানে শুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান *সম*, অর্থাৎ তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। এই সম্বন্ধে তিনি *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) বলেছেন, *সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ*—ভগবানের কাছে কেউই মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। তিনি সকলের প্রতিই সমদর্শী।

সত্ত্বায় শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের রূপ জড় নয়। তাঁর রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। তাঁর দেহ আমাদের জড় দেহ থেকে ভিন্ন। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের শরীর আমাদের মতো।

শ্লোক ৪৩

মৈত্রেয় উবাচ
ইতি প্রচেতোভিরভিষ্টুতো হরিঃ
প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ ।
অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুষাং
যযৌ স্বধামানপবর্গবীর্যঃ ॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রচেতোভিঃ**—প্রচেতাদের দ্বারা; **অভিষ্টুতঃ**—বন্দিত হয়ে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তথা**—তেমন; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **শরণ্য**—শরণাগতদের; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ; **অনিচ্ছতাম্**—ইচ্ছা না করে; **যানম্**—তাঁর প্রস্থান; **অতৃপ্ত**—অতৃপ্ত; **চক্ষুষাম্**—নেত্র; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **স্ব-ধাম**—তাঁর ধামে; **অনপবর্গ-বীর্যঃ**—যাঁর শক্তি কখনও পরাভূত হয় না।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! শরণাগত-বৎসল ভগবান প্রচেতাদের দ্বারা এইভাবে বন্দিত এবং পূজিত হয়ে বলেছিলেন, "তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তা পূর্ণ হবে।" তারপর সেই অকুণ্ঠপ্রভাব ভগবান সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। প্রচেতারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, কারণ তাঁদের চক্ষু তখনও তাঁর দর্শনে অতৃপ্ত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অনপবর্গবীর্য* শব্দটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। *অন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিনা', *প-বর্গ* মানে হচ্ছে 'জড়-জাগতিক জীবন', এবং *বীর্য* মানে হচ্ছে 'শক্তি'। ভগবান সর্বদাই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, যার একটি হচ্ছে বৈরাগ্য। প্রচেতারা যদিও প্রাণভরে ভগবানকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তবুও ভগবান সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এটি অন্যান্য অসংখ্য ভক্তদের প্রতি ভগবানের কৃপা প্রদর্শন।

যদিও তিনি প্রচেতাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তিনি প্রস্থান করেছিলেন। এটি তাঁর ত্যাগের একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ত্যাগের এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন, যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর অদ্বৈত প্রভুর গৃহে অবস্থান করেছিলেন। সমস্ত ভক্তরা চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন আরও কয়েকদিন সেখানে থাকেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন রকম দ্বিধা না করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান যদিও তাঁর ভক্তদের প্রতি অপার করুণাময়, তবুও তিনি কারও প্রতি আসক্ত নন। তিনি সারা জগৎ জুড়ে তাঁর অসংখ্য ভক্তদের প্রতি সমানভাবে কৃপাপরায়ণ।

শ্লোক ৪৪

অথ নির্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্দ্রুমৈশ্ছন্নাং গাং গাং রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ—তারপর; **নির্যায়**—বেরিয়ে এসে; **সলিলাৎ**—জল থেকে; **প্রচেতসঃ**—সমস্ত প্রচেতারা; **উদন্বতঃ**—সমুদ্রের; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অকুপ্যন্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষের দ্বারা; **ছন্নাম্**—আচ্ছাদিত; **গাম্**—পৃথিবী; **গাম্**—স্বর্গ; **রোদ্ধুম্**—রোধ করার জন্য; **ইব**—যেন; **উচ্ছ্রিতৈঃ**—অতি উচ্চ।

অনুবাদ

তারপর প্রচেতারা সিন্ধুসলিল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, সমস্ত বৃক্ষগুলি অত্যন্ত উন্নত হয়ে যেন স্বর্গলোকে যাওয়ার পথ রোধ করতে উদ্যত হয়েছে এবং সেই বৃক্ষাদির দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তখন প্রচেতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা প্রাচীনবর্হিষৎ তাঁর পুত্রদের তপস্যান্তে গৃহে ফিরে আসার পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিলেন। ভগবান প্রচেতাদের আদেশ দিয়েছিলেন জল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের পিতার রাজ্যের ভার গ্রহণ করার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে। কিন্তু যখন তাঁরা জল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন, রাজার অনুপস্থিতিতে সব　　অবহেলিত হয়েছে। তাঁরা প্রথমে দেখেছিলেন যে, কৃষিকার্য হচ্ছে না এবং শস্য উৎপাদন হচ্ছে না। তার ফলে মহীমণ্ডল সুউচ্চ বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। তা দেখে মনে হয়েছিল যেন বৃক্ষগুলি মানুষের স্বর্গলোকে

যাওয়ার পথ রোধ করতে বদ্ধপরিকর। মহীমণ্ডল এইভাবে আচ্ছাদিত হতে দেখে প্রচেতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন শস্য উৎপাদনের জন্য ভূতল যেন পরিষ্কৃত হয়।

অরণ্য এবং বৃক্ষ যে মেঘ আকর্ষণ করে বলে মনে করা হয় তা সত্য নয়, কারণ আমরা দেখতে পাই যে, সমুদ্রের উপরেও বৃষ্টি হয়। কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে বন পরিষ্কার করে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে মানুষ বাস করতে পারে। মানুষ গো-পালন করতে পারে এবং তার ফলে তার সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। মানুষকে কেবল শস্য উৎপাদনের জন্য এবং গোরক্ষার জন্য কার্য করতে হয়। বনের গাছ থেকে যে কাঠ পাওয়া যায়, তা দিয়ে কুটির তৈরি করা যায়। এইভাবে মানব-সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র বহু জমি খালি পড়ে রয়েছে এবং সেগুলির যদি যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহলে খাদ্যাভাব থাকবে না। আর বৃষ্টি হবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪) বলা হয়েছে—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"সমস্ত জীব অন্ন আহার করে জীবন ধারণ করে। এই অন্ন উৎপন্ন হয় বৃষ্টির ফলে। আর বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, আর যজ্ঞের উদ্ভব হয়েছে কর্তব্য কর্ম থেকে।" যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ যথেষ্ট বৃষ্টি এবং শস্য প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ৪৫

ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা ।
মহীং নির্বীরুধং কর্তুং সংবর্তক ইবাত্যয়ে ॥ ৪৫ ॥

ততঃ—তারপর; **অগ্নি**—আগুন; **মারুতৌ**—এবং বায়ু; **রাজন্**—হে রাজন্; **অমুঞ্চন্**—তাঁরা নির্গমন করেছিলেন; **মুখতঃ**—তাঁদের মুখ থেকে; **রুষা**—ক্রোধভরে; **মহীম্**—পৃথিবী; **নির্বীরুধম্**—বৃক্ষশূন্য; **কর্তুম্**—করার জন্য, **সংবর্তকঃ**—প্রলয়াগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **অত্যয়ে**—প্রলয়ের সময়।

অনুবাদ

হে রাজন্! প্রলয়কালে রুদ্র যেভাবে তাঁর মুখ থেকে অগ্নি নির্গমন করেন, প্রচেতারাও তেমন মহীমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে তরুলতাশূন্য করবার উদ্দেশ্যে, ক্রোধভরে তাঁদের মুখ থেকে অগ্নি এবং বায়ু নির্গমন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিদুরকে *রাজন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিতে সর্বদা স্থিত থাকার ফলে *ধীর* কখনও ক্রুদ্ধ হন না। মহান ভক্তরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখতে পারেন; তাই ভক্তকে *রাজন্* বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। রাজা বিভিন্ন উপায়ে প্রজাদের বশে রেখে তাদের শাসন করেন; তেমনই, যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলির রাজা। তিনি *স্বামী* অথবা *গোস্বামী।* তাই *স্বামী* এবং *গোস্বামীদের* কখনও কখনও *মহারাজ* বলে সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ৪৬

ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণাংস্তান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য পিতামহঃ ।
আগতঃ শময়ামাস পুত্রান্ বর্হিষ্মতো নয়ৈঃ ॥ ৪৬ ॥

ভস্মসাৎ—ভস্মীভূত; **ক্রিয়মাণান্**—হচ্ছে; **তান্**—সেই সব; **দ্রুমান্**—বৃক্ষ; **বীক্ষ্য**—দেখে; **পিতামহঃ**—ব্রহ্মা; **আগতঃ**—সেখানে এসে; **শময়াম্ আস**—শান্ত করেছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **বর্হিষ্মতঃ**—রাজা বর্হিষ্মানের; **নয়ৈঃ**—যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ ভস্মসাৎ হচ্ছে দেখে, পিতামহ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা রাজা বর্হিষ্মানের পুত্রদের শান্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই কোন গ্রহলোকে কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ ব্রহ্মা সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। হিরণ্যকশিপু যখন তার কঠোর তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকম্পিত করেছিল, তখনও ব্রহ্মা সেখানে এসেছিলেন। যে কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠানের শান্তি ও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকেন। তেমনই, ব্রহ্মার উপর এই ব্রহ্মাণ্ডের শান্তি ও সমন্বয় বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে। তার ফলে তিনি রাজা বর্হিষ্মানের পুত্রদের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা শান্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তত্রাবশিষ্টা যে বৃক্ষা ভীতা দুহিতরং তদা ।
উজ্জহ্রুস্তে প্রচেতোভ্য উপদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৭ ॥

তত্র—সেখানে; **অবশিষ্টাঃ**—অবশিষ্ট; **যে**—যে; **বৃক্ষাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **দুহিতরম্**—তাদের কন্যাকে; **তদা**—তখন; **উজ্জহ্রুঃ**—সমর্পণ করেছিল; **তে**—তারা; **প্রচেতোভ্যঃ**—প্রচেতাদের; **উপদিষ্টাঃ**—উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **স্বয়ম্ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা।

অনুবাদ

সেই বৃক্ষদের মধ্যে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, তারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার উপদেশে তাদের কন্যাটিকে প্রচেতাদের সমর্পণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বৃক্ষদের কন্যাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই কন্যাটির জন্ম হয়েছিল কণ্ডু এবং প্রম্লোচা থেকে। এই শিশুটির জন্মদানের পর অপ্সরা প্রম্লোচা স্বর্গলোকে চলে গিয়েছিল। শিশুটি যখন ক্রন্দন করছিল, তখন চন্দ্রদেব তার প্রতি অনুকম্পাবশত তার মুখের মধ্যে নিজের আঙ্গুল প্রদান করার মাধ্যমে অমৃত দান করে তার জীবন রক্ষা করেছিলেন। বৃক্ষরা এই কন্যাটির পালন-পোষণ করেছিল, এবং সে পরিণত বয়স প্রাপ্ত হলে, ব্রহ্মার আদেশে তারা তাকে প্রচেতাদের কাছে তাঁদের পত্নীরূপে সমর্পণ করেছিল। সেই কন্যাটির নাম ছিল মারিষা, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কন্যাটিকে সমর্পণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, *বৃক্ষাঃ তদ্-অধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ*—"বৃক্ষের অর্থ হচ্ছে বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।" বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন; তেমনই বৃক্ষদেরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন। প্রচেতারা সমস্ত বৃক্ষগুলিকে ভস্মসাৎ করেছিলেন। প্রচেতাদের শান্ত করার জন্য বৃক্ষদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মার উপদেশে মারিষা নাম্নী কন্যাকে তাঁদের কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপযেমিরে ।
যস্যাং মহদবজ্ঞানাদজন্যজনযোনিজঃ ॥ ৪৮ ॥

তে—প্রচেতারা; **চ**—ও; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **আদেশাৎ**—আদেশে; **মারিষাম্**—মারিষাকে; **উপযেমিরে**—বিবাহ করেছিলেন; **যস্যাম্**—যাঁর গর্ভে; **মহৎ**—মহাপুরুষকে; **অবজ্ঞানাৎ**—অবজ্ঞা করার ফলে; **অজনি**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **অজন-যোনি-জঃ**—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতারা কন্যাটিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষ মহাদেবকে অবজ্ঞা এবং অপমান করেছিলেন বলে মারিষার গর্ভে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তার ফলে তাঁকে দুবার দেহত্যাগ করতে হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *মহদবজ্ঞানাৎ* শব্দটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাজা দক্ষ ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র; অতএব পূর্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মহাদেবকে অবজ্ঞা অথবা অপমান করে অব্রাহ্মণের মতো আচরণ করার ফলে, তাঁকে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি প্রচেতাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেবল তাই নয়, মহাদেবকে অবজ্ঞা করার ফলে তাঁকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। দক্ষের যজ্ঞস্থলে তাঁকে একবার শিবের অনুচর বীরভদ্র কর্তৃক নিহত হতে হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তা যথেষ্ট ছিল না, তাই তাঁকে আবার মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হওয়ার পর, দক্ষ শিবের স্তব করেছিলেন। যদিও তাঁকে দেহত্যাগ করে ক্ষত্রিয়ের বীর্যে স্ত্রীগর্ভবাসের যন্ত্রণাভোগ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল, তবুও তিনি শিবের কৃপায় সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়ম। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের মানুষেরা জানে না কিভাবে এই নিয়ম কার্য করে। আত্মার নিত্যত্ব এবং তার দেহান্তর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকার ফলে, আধুনিক যুগের মানুষেরা গভীরতম অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেই কারণে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১০) বলা হয়েছে—*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ*। এই কলিযুগের সমস্ত মানুষ অত্যন্ত মন্দ, অলস, দুর্ভাগা এবং জড় জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা উপদ্রুত।

শ্লোক ৪৯

চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥ ৪৯ ॥

চাক্ষুষে—চাক্ষুষ নামক; **তু**—কিন্তু; **অন্তরে**—মন্বন্তর; **প্রাপ্তে**—আগমনে; **প্রাক্**—পূর্ব; **সর্গে**—সৃষ্টি; **কাল-বিদ্রুতে**—কালক্রমে ধ্বংস হয়েছিল; **যঃ**—যিনি; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **প্রজাঃ**—জীব; **ইষ্টাঃ**—ঈপ্সিত; **সঃ**—তিনি; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **দৈব**—ভগবানের দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত।

অনুবাদ

তাঁর পূর্বদেহ বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তিনি, সেই দক্ষই চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর অভিলষিত প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) বলা হয়েছে—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

"মানুষের গণনা অনুসারে, এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং তাঁর রাত্রিকালও তেমনই।" এক হাজার চতুর্যুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি) ব্রহ্মার একদিন হয়। সেই একদিনে চতুর্দশ মন্বন্তর রয়েছে, এবং তার মধ্যে এই চাক্ষুষ মন্বন্তর হচ্ছে ষষ্ঠ মন্বন্তর। ব্রহ্মার একদিনে যে বিভিন্ন মনু রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।

এইভাবে ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দজন মনু রয়েছেন। এক বছরে ৫,০৪০জন মনু রয়েছেন। ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর; তার ফলে, ব্রহ্মার জীবনে যে-সমস্ত মনুর আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়, তাঁদের সংখ্যা হচ্ছে ৫,০৪,০০০। এই হচ্ছে একটি ব্রহ্মাণ্ডের গণনা, এবং এই জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সমস্ত মনুদের গমনাগমন হয় কেবল মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে। সেই সম্বন্ধে ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

জগদণ্ডনাথ মানে হচ্ছে ব্রহ্মা। অসংখ্য *জগদণ্ডনাথ ব্রহ্মা* রয়েছেন, এবং এইভাবে আমরা গণনা করতে পারি কত মনু রয়েছেন। বর্তমান সময়টি বৈবস্বত মনুর নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেক মনুর আয়ু ৪৩,২০,০০০ বছর × ৭১। বর্তমান মনুর আয়ু ইতিমধ্যে ৪৩,২০,০০০ × ২৮ বছর গত হয়েছে। এত দীর্ঘ আয়ুও প্রকৃতির নিয়মে অবশেষে শেষ হয়ে যায়। দক্ষযজ্ঞের বিবাদ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়েছিল। এই বিবাদের ফলে দক্ষ শিব কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু শিবের স্তব করার ফলে, তিনি তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, দক্ষ পঞ্চম মন্বন্তর পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তার ফলে চাক্ষুষ মন্বন্তর নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরের প্রারম্ভে তিনি শিবের আশীর্বাদে তাঁর পূর্ব ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০-৫১

যো জায়মানঃ সর্বেষাং তেজস্তেজস্বিনাং রুচা ।
স্বয়োপাদত্ত দাক্ষ্যাচ্চ কর্মণাং দক্ষমব্রুবন্ ॥ ৫০ ॥
তং প্রজাসর্গরক্ষায়ামনাদিরভিষিচ্য চ ।
যুযোজ যুযুজেঽন্যাংশ্চ স বৈ সর্বপ্রজাপতীন্ ॥ ৫১ ॥

যঃ—যিনি; **জায়মানঃ**—জন্মের ঠিক পর; **সর্বেষাম্**—সকলের; **তেজঃ**—ঔজ্জ্বল্য; **তেজস্বিনাম্**—তেজস্বীদের; **রুচা**—ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা; **স্বয়া**—তাঁর; **উপাদত্ত**—আচ্ছাদিত করেছিলেন; **দাক্ষ্যাৎ**—নিপুণ হওয়ার ফলে; **চ**—এবং; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মে; **দক্ষম্**—দক্ষ; **অব্রুবন্**—বলা হত; **তম্**—তাঁকে; **প্রজা**—জীব; **সর্গ**—সৃষ্টি করার জন্য; **রক্ষায়াম্**—পালনকার্যে; **অনাদিঃ**—প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা; **অভিষিচ্য**—নিযুক্ত করে; **চ**—ও; **যুযোজ**—নিযুক্ত করেছিলেন; **যুযুজে**—নিযুক্ত করেছিলেন; **অন্যান্**—অন্যদের; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রজা-পতীন্**—প্রজাপতিদের।

অনুবাদ

দক্ষ তাঁর জন্মের পর, তাঁর দেহের জ্যোতির দ্বারা অন্য সমস্ত তেজস্বীদের তেজ আচ্ছাদিত করেছিলেন। সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার ফলে, তাঁকে দক্ষ বলা হত। ব্রহ্মা তাই তাঁকে প্রজাসৃষ্টি ও রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে দক্ষ অন্যান্য প্রজাপতিদেরও প্রজাসৃষ্টি এবং রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষ প্রায় ব্রহ্মারই মতো শক্তিশালী হয়েছিলেন। তার ফলে ব্রহ্মা তাঁকে প্রজাসৃষ্টির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। দক্ষ অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ঐশ্বর্যবান ছিলেন। পরে দক্ষ মরীচি আদি প্রজাপতিদের প্রজাসৃষ্টি এবং রক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাসংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'প্রচেতাদের কার্যকলাপ' নামক ত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।